প্রথম প্রকাশ :

শ্রাবণ, ১৩৫৭

প্রচ্ছদ :

জোছন দস্তিদার

১৪, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯, জাতীয় সাহিত্য পরিষদ হইতে
এস, দত্ত কর্তৃক প্রকাশিত ও ৬০, পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা-৯,
রূপলেখা প্রেস হইতে শ্রীঅজিত কুমার সাউ কর্তৃক মুদ্রিত।

শ্রীমতী হিমানী সেন (ন-মাসীমা)

শ্রীচরণেষু—

পূর্বাভাষ

ফাঁদ প্রহসনটি সম্বন্ধে বিশেষ করে কিছু বলবার নেই। তবে নাটকে যারা ফাঁদ বিস্তার করে রঞ্জন-এর টাকাটা ছিনিয়ে নিতে গিয়েছিলেন— এদের চেহারাগুলি চরিত্রের টাইপ অনুযায়ী হলে নাটকটি সহজে জমবে।

প্রয়োগকর্তা ইচ্ছে করলে যেখানে পোষ্টাল লটারী বণ্ড-এর কথা আছে— সেখানে সোজা "লটারীর টিকেট" ও বলাতে পারেন। তবে হারাবার সময় নিজের গাঁটের একশ টাকা হারানোর শোকটা যাতে বেশী হয় সেই উদ্দেশ্যে বণ্ডের অবতারণা।

প্রতিটি অঙ্ক শেষে—যেখানে শাস্তি বলছে—"গোপাল ড্রপ ফেলছে"— সেখানে গোপাল উইংসের দিকে সরে দাঁড়ালে—তাকে উদ্দেশ্য করে "ড্রপ ফেলেদে" বলা যেতে পারে।

অনেক সংস্থা এই নাটকটি মঞ্চস্থ করবেন বলে প্রস্তুত হচ্ছেন। কিন্তু প্রকাশক-এর তাগিদে খুব তাড়াতাড়ি বইটি ছেপে আত্মপ্রকাশ করল বলে তাঁদের শিল্পীদের স্বীকৃতি দেওয়া এই সংস্করণে সম্ভব হ'ল না। তাঁদের আন্তরিক প্রীতি ও সাফল্যের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

সলিল সেন

১৫ বুড়ো শিবতলা মেনরোড
কলিকাতা—৩৮

নাট্যকারের অন্যান্য গ্রন্থ

নাটক :—

নতুন ইহুদী
দূরভাষিণী
মৌ-চোর
সন্ন্যাসী
ডাউন ট্রেন
দর্পন
দিশারী
অ্যালার্ম
নারীজাতি বিপন্ন ও তিনটি একাঙ্ক
স্বীকৃতি
উৎসর্গ

উপন্যাস :—

চন্দন একটি নতুন নাম
মনিহার
বাগদত্তা

॥ চরিত্র ॥

রঞ্জন
কল্যাণ
শান্তি
গোপাল
মিঃ ভাটা
মিঃ কর্মকার
গয়া
গঙ্গা
গদাধর
হরি
শিবনারায়ণ
মিতা
আয়াঠাকুরাণী

প্রথম অঙ্ক

রঞ্জন বাবুর বাড়ী। বৈঠকখানা। মোটামুটি সাজানো গোছানো। একটা সেণ্টার টেবিল ঘিরে সোফা সেট। একপাশে একটি ছোট তক্তাপোষের উপর সুজনী দিয়ে ঢাকা, পিছনে দুটি দরজা। দুই দরজার মধ্যের দেওয়ালটি ঢেকে আছে একটি মাঝারি সাইজের বুককেস। তাতে বই ভর্তি আছে। দেওয়ালে ব্রাকেট-লাইট। বিকালের শেষ যদিও সন্ধ্যা তখনও হয়নি। ঘরটায় কোন লোকজন নেই। দর্শকদের ডানহাতি দরজাটি বাইরের দিকের দরজা—বাঁ হাতি দরজাটি ভেতরের দিকের। বাঁ দিকের উইংসকে একটা দরজা কল্পনা করে নিয়ে ভাবা যেতে পারে, তার পিছনে একটা শোবার ঘর আছে।

[একজনের নাম শান্তি আর একজনের নাম গোপাল। উভয়ের বয়স ২০।২১। ছেলেদুটি বাইরের দিক থেকে হন্তদন্ত ভাবে ঢুকল।]

শান্তি॥ এই তোমার দৃশ্যপট। এই হচ্ছে আমার বড়দা কল্যাণদার বন্ধু রঞ্জনদার বাড়ী। মানে উনি কোম্পানীর ইঞ্জিনিয়ার ওঁর কোয়ার্টারও বলতে পার এটা। এটা ওদের বৈঠকখানা—ঐটে শোবার ঘর—ওদিকের দরজা—রান্নাঘরে যাবার।

গোপাল॥ বুঝলুম।

শান্তি॥ এই, যে নাটকে তোমার কাজ সুরু হ'ল—এটা সম্পূর্ণ নতুন। এর নায়ক হচ্ছেন রঞ্জনদা—তার স্ত্রী মিতা বৌদি, এখানেই থাকেন। রঞ্জনদার ভাই আর ছেলেটি খোকন কলকাতার হোস্টেলে থেকে পড়ে।

গোপাল॥ আমিতো চিনিনা ওদের।

শান্তি॥ আমার সঙ্গেও তেমন চেনা নেই। তবে বড়দা মানে কল্যাণদা ওদের ভীষণ অন্তরঙ্গ। আর সেইটেই হচ্ছে তোমার আমার চরিত্রের মূল-সূত্র। চরিত্র বোঝা আছে?

গোপাল॥ হ্যাঁ

শান্তি॥ সংলাপ?

গোপাল॥ সংলাপ মানে!

শান্তি॥ নিজে নিজে।

গোপাল॥ ও হ্যাঁ।

শান্তি॥ তাহলে রেডি?

গোপাল॥ রেডি।

গোপাল ও শান্তি } —রঞ্জনদা—রঞ্জনদা—বৌদি—বৌদি।

শান্তি॥ যা কেউতো নেই। না দাদা, না বৌদি।

গোপাল॥ আচ্ছা দাঁড়া আমি ভেতর দিকটা দেখে নিচ্ছি। বোধহয় বৌদি রান্নাঘরে আছে। কিন্তু আমি বলছিলাম ভজাবার কি দরকার আছে?

শান্তি॥ বাবা, একবার যদি 'ইয়েস' হয় তো মার দিয়া কেল্লা।

থিয়েটারের পুরো টাকাটা রঞ্জনদার থেকে আদায় হয়ে যাবে।

গোপাল॥ কিন্তু যদি ব্যাপারটা 'না' হয়—তা হলে মনে দুঃখ হবে তো। ভাববে কিছু হয়নি বলে আমরা হয়তো ঠাট্টা করতে এসেছি। পেয়ে থাকলে নিজের গ্যাসেই বলবে।

শান্তি॥ পেয়ে থাকলে মানে? তোর কি ধারণা বড়দা আমাকে বাজে কথা বলেছে?

গোপাল॥ বড়দার কথায় যদি এতটাই বিশ্বাস তবে আবার ছুটিয়ে নিয়ে এলি কেন ভজাবার জন্যে—আমিও উত্তেজনায় ছুটে এসে—এখন কি দিয়ে কথা সুরু করবো ভেবে পাচ্ছি না। এই শান্তি কে যেন আসছে। চুপচাপ বোকার মতো আধো অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকার কোন মানে হয় না।

শান্তি॥ বসে পড়তে আটকাচ্ছে কে? [বসে] গাধা আলোটা জ্বেলে দিয়ে বসে পড়।

[গোপাল তাহার কথামত কাজ করে। শান্তি সেণ্টার টেবিলে রাখা একটি ম্যাগাজিন হাতে তুলে নিয়ে পড়বার ভান করে]

[ঠিক সেই সময় বাইরের দরজা দিয়ে এক মধ্যবয়সী বিধবা মহিলা প্রবেশ করেন। বেশবাসে পরিপাটি—গলায় একটা সরু হার। হাতে বালা, আঙুলে আংটি, সবই সোনার। তা ছাড়া—বাহুতে সোনার বড় কবচ রয়েছে। কাল ফিতে পেড়ে ধুতি (শাড়ী) পরনে। মুখে দোক্তা পান—হাতে পানের রূপার ডিবে।

ঢুকতে গিয়ে অপরিচিত দুটি ছেলেকে দেখে একটু থমকালেন--ঘোমটা অর্ধেক টেনে দিয়ে আন্না ঠাকুরণ শান্তির কাছে এগিয়ে এসে বললেন—]

আন্না ॥ উঃ—কোনটি বড় তোমাদের মধ্যে ?

শান্তি ॥ (একটু হকচকিয়ে গিয়েছিল, সামলে নিয়ে) যেটির গোঁফ উঠেছে।

আন্না ॥ ওরে বাবাঃ কি দুষ্টু হয়েছে কি কথা বলতেই শিখেছে (বলে ঠোনা মারে) চিনতে পারছো আমায় আমি আন্না মাসী। তোমার বৌদির মাসীমা। মনে পড়েছে ?

গোপাল ॥ (থেমে থেমে) ও ....হ্যাঁ........হ্যাঁ.......চিনতে পেরেছি বৈকি। বৌদির মাসীমা তো ?

আন্না ॥ হ্যাঁ। তুমি তো ছোটটি, রঞ্জনের সবচেয়ে ছোট ভাইটি না ? কি যেন নাম তোমার ? ভুলে গেছি নামটা। মুখটা ঠিক তেমনি আছে। অথচ নামটা একেবারে ভুলে গেছি।

শান্তি ॥ হ্যাঁ মাসীমা—ওর নামও ভুলে গেছেন—আমার নামও। ওর নাম গোপাল আর আমার নাম শান্তি।

আন্না ॥ তোমার নাম আমি জানি—দুষ্টুটা। তোমায় তো আমি দুষ্টুই বলি—মিতা কোথায় ? রান্নাঘরে বুঝি ?

শান্তি ॥ সম্ভব।

আন্না ॥ যাই কথাটা সেরে আসি।

[আন্না বাঁদিকের উইংস দিয়ে ঢুকে যাচ্ছিল।]

গোপাল ॥ আন্নামাসী— !

আন্না ॥ কি—রে ?

শান্তি ॥ আপনি ওদের শোবার ঘরে ঢুকে পড়ছেন। রান্নাঘরটা ওই দিকে মাসী।

আন্না ॥ হ্যাঁরে—আমি জানিরে, কত এসেছি এ বাড়ীতে। [বাঁদিকের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যেতে যেতে ডাকল· মিতা মিতা—]

শান্তি ॥ ওরে, বৌদি তো ভেতরে নেই মনে হচ্ছে।

গোপাল ॥ হ্যাঁ, নাড়াচাড়া দিচ্ছেনাতো। তাছাড়া ওই আন্নামাসী, চিনিস তাকে? ফট্ করে যে বল্লি?

শান্তি ॥ চেপে যানা। উনি যেমন আমাদের চিনেছেন, আমরাও তেমনি ওঁকে চিনেছি।

গোপাল ॥ আমি বলছি কি জানিস? এত চেনা-জানা করে ব্যাপারটা অন্যদিকে ঘুলিয়ে যাবে—তার চেয়ে চল কেটে পড়ি—পরে বরং অন্য সময়ে—

শান্তি ॥ তুই বড় ভীতু। একটুতেই এত ঘাবড়ে যাস যে কি বলবো। তোকে বড় পার্ট দিয়ে এখন হয়েছে আমার মুস্কিল। তোর ক্লাইম্যাক্স সিন-এ তোকে বাহবা না দিয়ে কেউ যদি চেঁচিয়ে বলে "বসে পড়ুন দাদা" তাহলে তুই ঘাবড়ে গিয়ে নিজেও বসে পড়বি, আমাকেও পথে বসাবি। সব অবস্থাতেই একটু স্টেজ-ফ্রি হবার চেষ্টা কর বুঝলি! কেবল নাট্যকারের কথামত চললে বড় এক্টর কোনও দিনই হতে পারবি না বুঝলি! দু একটা এক্সটেম্পোরও বলতে হয়।

গোপাল ॥ একি তোমার নাটক ? এ বাবা না—টক্! না—মিষ্টি। স্রেফ ব্যাপারটা তেতো না হয়ে যায়।

[বছর ৫০।৫১'র এক ভদ্রলোক শিবচরণ, অতিরিক্ত ছিমছাম্ দেশীয় পোষাকে সজ্জিত—গিলেকরা পাঞ্জাবী, ধুতি জরিপাড়, সরু চাদর, পাম্পস্যু পরা। হাতে ছড়ি নিয়ে প্রবেশ করলেন—]

শিবনারায়ণ ॥ রঞ্জন আছো নাকি হে ? এই যে, বলি রঞ্জন আছে ?

শান্তি ॥ সম্ভবত নেই।

শিব ॥ সম্ভবত মানে কি হে ? এ্যাঁ, বলি এসব কি ধরনের কথা ? না-না-না ওসব কথাবার্তার ধরন ভাল নয়।

গোপাল ॥ সম্ভবত না বলে কী বলবে বলুন না—আছে কিনা সেটা জানা থাকা চাইতো।

শিব ॥ এতো আরও অন্যায় কথা—বাড়ীতে আছে কিনা সেটুকু খোঁজ রাখাও দরকার মনে কর না বুঝি ? আজকাল হয়েছে—ঐ একরকম - যেন বাড়ীতে থেকে উদ্ধার করে দিচ্ছি। খাবদাব নিজের তালে থাকব। ভগ্নিপতির অন্ন ধ্বংস করব—আর পাণ্ট্যালুনটি হাঁটু অবধি গুটিয়ে নিয়ে—যে কোন হুল্লোড়ে ব্যাণ্ড এর সঙ্গে নাচব—তাই না ?

শান্তি ॥ আমাদের বলছেন ?

শিব ॥ মনে হচ্ছে।

শান্তি ॥ কারণটা জানতে পারি কি ?

শিব ॥ অতি সহজে—। 'কারণ' আমি রঞ্জনের খুড়ো।

গোপাল ॥ আপন ?

শিব ॥ বাঃ বাঃ এরই মধ্যে যে, জ্ঞানতো খুব টনটনে দেখচি! এঁ্যা, খুড়ো-ভাইপোর মধ্যেও ফাটল ধরাতে শিখে গেছ? আপন—পর! তাতো হবেই রঞ্জনের শালাতো তোমরা—না?

শান্তি ॥ ও "শালা" শোনা আমাদের অভ্যেস আছে। ভাল গাইলেও শালা আর খারাপ গাইলেও শালা। আপনি শঙ্কিত হবেন না। বসে যান—

শিব ॥ শঙ্কা করবো কিহে? স্পষ্ট কথা বলবার হক আছে আমার। আত্মীয়তা হচ্ছে, রক্তের সম্পর্ক। আমি হচ্ছি রঞ্জনের বাবার—মামাতো ভাই।

শান্তি ॥ মামাতো ভাই? নাকি পরে আবার ঘুরিয়ে বলবেন মাসতুতো ভাই।

শিব ॥ ঐ একই হোল। মামাতো ভাইও বলতে পার। আবার মাসতুতো ভাইও বলতে পার।

[গোপাল ও শান্তি হসে ফেললো]

হাসি নয়, হাসি নয়। রঞ্জনের বাবার যিনি মামা ছিলেন তিনি হচ্ছেন আমার মেসোমশাই। অর্থাৎ রঞ্জনের বাবার মামার শালীর ছেলে হচ্ছি আমি। মানে রঞ্জনের বাবা আমার মাকে মাসীমা ডাকতেন। সেই হিসেবে আমি মাসতুতো ভাই—আবার আমার মামার ছেলেরা—রঞ্জনের বাবার মাকে পিসীমা ডাকতো বলে—আমিও রঞ্জনের বাবার মাকে পিসীমা ডাকতুম। সেই হিসেবে—আমি—রঞ্জনের বাবার মামাতো ভাইও বটে। কী পরিষ্কার হয়েছে?

শান্তি ॥ জলের মত।

শিব ॥ এ তোমার শ্বশুর বাড়ীর সম্পর্ক নয় হে ছোকরা! এ হচ্ছে ব্লাড কনেকসান। যতই আধুনিক হবার জন্যে শ্বশুরবাড়ী ঘেঁষ আসলে যতদিন ভারতবর্ষ আছে ততদিন ঐ রক্তসম্পর্কটিকে আর ধুয়ে মুছে দিতে পারছ না।

শান্তি ॥ তা আর ধুয়ে মুছে দেওয়া যাচ্ছে কি করে! ব্লাড কনেকসান কথাটা রয়ে গেছে বলেই রঞ্জনের বাবার মামার শ্বশুর বাড়ীর সম্পর্কে—শালার শালীর ছেলের সঙ্গে ঐ রক্ত সম্পর্ক দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। আর শুধু দাঁড়িয়ে যাওয়া নয়, মামাতো মাসতুতো ভাই হিসাবে থেকে গিয়ে রঞ্জনদার খুড়ো হিসাবে এখানে উপস্থিত হচ্ছে!

গোপাল ॥ (সামলাবার চেষ্টা করে) শান্তি!!

শিব ॥ (আশ্বস্থ হয়ে) হ্যাঁ, তা তুমি কি সত্যি সম্পর্কটি বোঝবার জন্য মুখে মুখে আবার বললে না ঠাট্টা করলে হে ছোকরা—

গোপাল ॥ আজ্ঞে না, ও সবই দু-দুবার করে বলে। এক্সিট-এর মুখে পাঁচ ছবার পর্যন্ত বলে। ওতে হাততালি পাওয়া যায় কিনা!

শিব ॥ কি বলছ তুমি? তুমি দেখছি আবার—

শান্তি ॥ ওই। ওই কথা বলেকে? ওই তো দোষ। চরিত্র না বুঝেই হুড়হুড় করে ডায়লগ বলে যেতে থাকে, কোন কথার কি মানে হয় তা পর্যন্ত বোঝে না—বলেই যাচ্ছে।

শিব ॥ হুঁ। (ওদের লক্ষ্য করে) দুজনের মাথায় একই হাল! এমন হলো কী করে? (শিব আঙুল দিয়ে শান্তির মাথা দেখায়)

শান্তি॥ আজ্ঞে ওই একই নাপিতের হাতে। তবে সুরু আমার মাথাতেই ; আমি যেমন যেমন করি যা কিছু করি—গোপালটা চোখ বুঁজে তাই করবে। মানাক বা না-মানাক তাই করবে। আমার মাথা থেকে পা পর্যন্ত মানে চুলের এলবার্ট (টেরি) থেকে পায়ের এলবার্ট জুতো পর্যন্ত ও কপি করবে।

গোপাল॥ স্টাইল-এর আবার কপি কিরে ? যেমন ঢেউ ওঠে তেমনি সবাই করে, কদিন আগুপিছু।

শান্তি॥ তাই বলে কিছু অরিজিন্যালিটি মানে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য থাকবে তো ? জানেন, একএক সময়ে এইসা রাগ ধরে, মনে হয় নিজের একটা চোখ উপড়ে ফেলি। দেখি গোপালটা কপি করে চোখ ওপড়ায় কি না ?

শিব॥ না-না চোখ উপড়ো না। কি মুস্কিল! নিজের চোখ ওপড়াতে ইচ্ছে করে! খুনটুন করার দিকে কখনও মতিগতি হয়নি তো ?

গোপাল॥ কাকে জিজ্ঞাসা করছেন ?

শিব॥ ওকে। তা তোমাকেও একই প্রশ্ন—

গোপাল॥ আমার মনে মনে বাসনা হয় কি করলে, কি করলে চিরকাল ধরে লোকের গল্প-গাথায় অমর হয়ে থাকা যায়। সেটা যখন ভাবি, তখন ইচ্ছে হয় আমি শিবাজী চরিত্রের সঙ্গে মিলেমিশে গিয়ে আফজল খাঁকে সত্যিকারের খুন করে ফেলি।

শিব॥ এ্যাঁ!!

শান্তি॥ দেখুন খুড়োমশাই গোপাল এই আইডিয়াটাও কপি করে ফেলেছে। আসলে এ ভাবনাটা হচ্ছে আমার, আমিই

একদিন বলেছিলুম ওকে যে দেখ, ভূতনার গায়ে আমার চেয়ে জোর কম— আমি যদি আসল বাঘনখ দিয়ে ভূতনার পেটে বসিয়ে দি— ভূতনার মৃত্যু অনিবার্য আর অনিবার্যভাবে আমার নাম ছড়িয়ে পড়বে দেশের ঘরে ঘরে। কেননা সবাই বলবে, ওঃ শান্তি কত বড় শিল্পী, চরিত্রের সঙ্গে এমনভাবে মিশে গেছে যে আসল নকলের ভেদ ঘুচে গেছে ওর চোখে, তাই অবালীলাক্রমে সত্যিকারের খুন করতে পর্যন্ত ওর হাত কাঁপল না। কি? কথাটা ঠিক কিনা? অথচ দেখুন ও বলছে— "ওর মনে হয়"— কি করে ওর মনে হবে? ওকে শিবাজী দিচ্ছে কে?

গোপাল ॥ কিন্তু কথা আছে তো— যে পরের বারে আমি শিবাজী হব।

[শিবনারায়ণ একটু পিছু হটে]

শিব ॥ আর তখনই খুন করবে— ?

গোপাল ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ।

শান্তি ॥ ওর কথা আর বলবেন না। হয়তো ক্ষেপে গেলে যেখানে যা খাটে না তাও করে ফেলবে। সবুর বলে কোন জিনিস নেই। আসলে ওসব নার্ভাসদের লক্ষণ। মানে নার্ভ যাদের ঠিক থাকে না—

শিব ॥ তাতো বটেই— তা তোমরা দুজনেই কি— এখানে বসবাস করছ?

শান্তি ॥ আজ্ঞে? না বসবাস নয়। উপস্থিত বসে আছি—

শিব ॥ বসে থাক—এ্যাঁ বসে থাক। আমি—আমি —এ্যাঁ—

[প্রস্থানোদ্যত]

গোপাল ॥ কিন্তু রঞ্জনদার সঙ্গে দেখা না করে....

শিব ॥ পরে একটু পরে—বড্ড বুকটা ধরফর করছে। সৌখীন লোকতো—একটু সন্ধ্যের মুখে বাইরের হাওয়া গায়ে না লাগলে বুকটা ধরফর করে— [প্রস্থান]

শান্তি ॥ রঞ্জনদার খুড়োমশাই শেষ দিকটা একটু ঘাবড়ে গেলেন মনে হল— না ?

গোপাল ॥ লোকটার একটু মাথার গোলমাল আছে !

শান্তি ॥ কী করে জানলি ?

গোপাল ॥ দেখলি না— গোড়াতেই কেমন বেশ একটা চোটপাট দিয়ে কথাবার্তা সুরু করল—তারপর কেমন যেন একটু ইয়ারকী চালে কথা— তারপর কেমন যেন একটু ভীতু ভীতু হয়ে বেরিয়ে গেল—

শান্তি ॥ হুঁ তাই তো ! মাথা খারাপ-ই বটে। তবে যারা স্টেজ-ফ্রি না, তাদেরও ঠিক এমনটি হয়। গোড়ায় জোর গলা—তারপর ধরা ধরা—এক্সিটে মিঁউ—মিঁউ—।

[দরজায় মুখ বাড়ালো - মিঃ ভাটা]

মিঃ ভাটা ॥ মে আই কাম ইন ?

গোপাল ॥ আমাদের কিছু বলছেন ?

মিঃ ভাটা ॥ ভেতরে আসতে পারি ?

শান্তি ॥ তা—তা হ্যাঁ, না পারার কি ?

মিঃ ভাটা ॥ (ঢুকে বাও করে) আমি হচ্ছি মিঃ ভাটা।

আপনারা ?

গোপাল ॥ গোপাল, ও হচ্ছে শান্তি।

মিঃ ভাটা ॥ মিঃ রঞ্জন—

শান্তি ॥ তার জন্যেই বসে আছি।

মিঃ ভাটা ॥ দু জনেই ?

গোপাল ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ।

মিঃ ভাটা ॥ আপনারা কেউ আমায় চিনতে পারছেন ?

শান্তি ॥ আজ্ঞে না। মিঃ ভাটা—মানে ভাটা পদবীর কাউকে— কি রে গোপাল ?

মিঃ ভাটা ॥ চেনেন না। ভাটা পদবী চেনেন না—ভট্টাচার্য চেনেন ?

গোপাল ॥ হ্যাঁ—ভট্টাচার্য--কত ভট্টাচার্য কোন ভট্টাচার্যের কথা বলছেন বলুনতো ?

মিঃ ভাটা ॥ নিজের কথা বলছি। আমিও এক অখ্যাত ভট্টাচার্য। ভাটা হয়ে সাহেবী আর অবাঙ্গালী মহলে প্রখ্যাত হয়েছি।

শান্তি ॥ ওঃ, ভট্টাচার্য থেকে আপনি ভাটা হয়ে গেছেন !

মিঃ ভাটা ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ। ভট্টাচার্য পদবীটা ওরা মনে রাখতে পারে না। তাই সহজ করে দিয়েছি, হয়েছি ভাটা। ভাল কথা আপনাদের দুজনের কারও এয়ার কণ্ডিসন প্ল্যান্ট সম্বন্ধে

গোপাল ॥ কি ?

ভাটা ॥ অর্থাৎ রিফ্রিজারেটর সম্বন্ধে কোন আইডিয়া আছে ?

শান্তি ॥ ঐ ঠাণ্ডা মেশিন বলুন না—

ভাটা ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ, অনেকে বরফ কল—বরফ আলমারীও বলে।

শান্তি॥ আছে বৈকি।

ভাটা॥ আমিও ঠিক অনুমান করেছিলুম। তা আপনার ঐ হ্যাঁ, কি নামের মেসিন ভাল বলুন তো?

শান্তি॥ কেন?

ভাটা॥ কেউ যদি জানতে চায় আপনি বলবেন না?

শান্তি॥ মানে, কোন মেসিনের নামটা ভাল, নাকি মেসিনটা ভাল কার তাই জানতে চান?

ভাটা॥ মেসিনটা—অফকোর্স—মেসিনটা।

গোপাল॥ আমার মনে হয় জল যাতে ভাল ঠাণ্ডা হয়—সেই মেসিনটাই ভাল—

ভাটা॥ আজ্ঞে?

শান্তি॥ গোপাল ঠিক বলেছে—নাম কি ধুয়ে খাবে? খাবে মেসিনের জল আর বরফ। কাজেই ঐ দুটো কাজ যার ভাল হবে—তাড়াতাড়ি হবে—কম খরচে হবে—হ্যাঁপা কম থাকবে—সেই মেসিন-ই নেচারালি ভাল হবে।

ভাটা॥ নেচারালি-নেচারালি। অর্থাৎ ব্র্যাণ্ডের ওপর আপনারা তেমন জোর দিচ্ছেন না। কিন্তু নতুন মেসিন হলেতো....

শান্তি॥ আঃ—নাম যাই হোক না কেন—তাতে আমাদের কিছু বলার নেই—

ভাটা॥ ও এসেম্বলড করা মেসিনের কথা বলছেন বোধহয়—নাকি সেকেণ্ড হ্যাণ্ড।

গোপাল॥ কেন, সেকেণ্ড হ্যাণ্ড জিনিসও খারাপ হয় না—রাখতে পারলে।

ভাটা ॥ তাতো ঠিকই। কি রকম দাম ?

শান্তি ॥ যার যেমন ক্ষমতা—যেমন জিনিস তেমন দাম, এর কি কিছু ঠিক আছে ? যে কিনবে, যে বেচবে—তাদের ভেতরের ব্যাপার।

ভাটা ॥ তা হলেও ধরুন, যার নিজের ক্ষমতা আছে নতুন কেনার—

গোপাল ॥ সে নতুন কিনবে। তা নিয়ে আমাদের মাথাব্যথার দরকার কী ?

ভাটা ॥ কিন্তু গোড়াতেই যদি তার সামনে সস্তা--সেকেণ্ড হ্যাণ্ড এসব অফার করা যায়—তাহলে ব্যবসার ক্ষতি কিনা—বলুন ?

শান্তি ॥ বোধহয়।

ভাটা ॥ তাই যদি বুঝে থাকেন—তা হলে নতুন মাল যার তাকে প্রথম কথা বলার সুযোগ দেওয়া উচিত। তাই বলছিলাম আমি যদি প্রথম কথা বলি আপনারা যদি পরে বলেন—কিছু আপত্তি আছে ? অ্যাজ এ ব্রাদার সেলস্‌ম্যান এটুকু রিকোয়েস্ট কি আমি আপনাদের করতে পারি না। নতুনের এতো কমপিটিসন, তার মধ্যে যদি আবার পুরোনো—

শান্তি ॥ ওঃ—হোঃ—হোঃ—হোঃ—

ভাটা ॥ হাসছেন !!

শান্তি ॥ আপনি রিফ্রিজারেটর কোম্পানীর—

ভাটা ॥ এজেন্ট—মিঃ ভাটা।

গোপাল ॥ সেটা আগে বলতে হয়—ঠাণ্ডা কোম্পানীর লোক হয়ে মশাই জেরা করে করে ঘামিয়ে দিয়েছিলেন। বলবেন—

আগে বলবেন। অবশ্য আমাদের মতামতের যদি কোন দাম থাকে—চল শান্তি হয়ে গেল আজ।

শান্তি॥ হয়ে যাবে কেন? আর এসেছি যখন—তখন দেখা না করে যাওয়াটা অভদ্রতা হয়।

[মিঃ কর্মকারের প্রবেশ]

কর্মকার॥ নমস্কার—নমস্কার—একটু ব্যস্ত নাকি?

ভাটা॥ আপনি কি কোন রিফ্রিজারেটর কোম্পানী থেকে আসছেন?

কর্মকার॥ আরে রিফ্রিজারেটর কোম্পানী। প্রয়োজন হলে বলবেন আমাকে। রিফ্রিজারেটর তো দূরের কথা প্রয়োজন হলে নর্থ-পোল সাউথপোল জাহাজ করে এনে দেব। তা আপনার ইঞ্জিন সম্বন্ধে এক্সপার্টটি কে? এঁরা নাকি?

গোপাল॥ (জনান্তিকে) কিছুই তো বুঝতে পারছি না!

শান্তি॥ (জনান্তিকে) আমারও প্রায় তাই! (প্রকাশ্যে) ইঞ্জিন? ইঞ্জিন সম্বন্ধে উনিই এক্সপার্ট। আমরা আসলে শো-ম্যান।

কর্মকার॥ হাঃ হাঃ হাঃ। আপনারা তাহলে শো-বয়েস্ মানে ওঁরই মতামত আপনাদের মুখে শোনা যাবে। ভাল, ভাল—তাহলে কি এখনই বেরুবেন, না একটু পরে?

ভাটা॥ কাজটা না সেরে বেরুবো কি?

কর্মকার॥ তা হলে আমিও বসি—কি বলেন? না কি আপত্তি আছে?

ভাটা ॥ না—মানে—

কর্মকার ॥ (বসতে বসতে) হ্যাঁ—ঐ যে, যা নিয়ে ভাবছেন ওই রিফ্রিজারেটর। ও নিয়ে বিশেষ কিছু ভাবনার নেই—ওটা আপনি আমার ওপর ফেলে দিন—জোগাড় করে দেবখন একটা ছোট-মোটো। আরে মশাই, দিস্ কর্মকার (নিজেকে দেখিয়ে) ক্যান সাপ্লাই ইউ এনিথিং মেকানিক্যাল এভেইলেবল ইন দিস্ ওয়ারল্ড। এটা যন্ত্রের যুগ—আর আমি হচ্ছি কর্মকার। তার মানে বিশ্বকর্মার যুগে—তার পুত্র কর্মকারের হাত দিয়ে পাবেন সব রকম যন্ত্র। এবার উঠুনতো স্যার।

ভাটা ॥ তা হলেও আমারটা—আমায় তো·······মানে

কর্মকার ॥ ওসব মানে····মানে, কিন্তু····কিন্তু ছাড়ুন মশাই। মশাই এই বেলা দেখে নিন—চড়ে নিন—কিছু আগাম টাকা দিয়ে বুক করে নিন—আপনাদের কি মত ?

শান্তি ॥ আমাদের মতামত এই অবস্থায় প্রকাশ করা খুব বুদ্ধিমানের কাজ হবে না—

কর্মকার ॥ হাঃ হাঃ হাঃ। বড় চালাক তো আপনি, খুব বুদ্ধিমান। তাহলে অফারটা নিশ্চয়ই আপনার অপছন্দ নয়। চলুন সবাই মিলে বেরিয়ে পড়ি। ভেতরে মিসেসকে খবর পাঠান—বেড়িয়ে আসিগে রিজার্ভ ট্যাঙ্কের পাড় দিয়ে। বাই দি ওয়ে—এইরে যারা ফলো করছিল তারা বোধহয় এসে গেছে এতক্ষণ !

গোপাল ॥ আপনাকে ফলো করছিল কেন ?

কর্মকার ॥ করবে না ? যারা কদর বোঝে তারাই খোঁজ নেবে।

এত পুরানো গাড়ী, অথচ এত স্মুদ্ ড্রাইভ—বাইরেটা একেবারে নতুনের মত—তার ওপরে আমি চালাচ্ছি—কাজেই বিক্রীর গাড়ী সে সম্বন্ধে ভুল নেই—দামও যে বাজার ছাড়া কম পাবে সেটা তারা জানে। অথচ আমি আগেই মনে মনে ঠিক করে রেখেছি—এই গাড়ী রঞ্জনবাবুর—কাজেই ওদের দিকে তাকাই নি পর্যন্ত; কিন্তু ওরা নাছোরবান্দা—ফলো করতে সুরু করল। কিন্তু স্পীড? স্পীড-এ পারবে কেন? ভোঁ—ও—ও—ও একদম এখানে। কিন্তু এখানে টাইম নষ্ট হচ্ছে—ওরা কভার করে ফেলতে পারে। তারপর সামনা সামনি টুপ করে একটি দর দিয়ে দিলে—তখন চক্ষু-লজ্জায় পড়ে যাব। কাজেই দেরী নয় উঠুন—গাড়ীটা চড়ুন, দেখুন—আর একবার দর একটা দিয়ে দিন। মানে—আমি অন্তত বলতে পারব যে "না—রঞ্জনবাবুর সঙ্গে ফাইন্যাল না হওয়া পর্যন্ত অন্য কারুর সঙ্গে দরদাম করা আমার উচিত হবে না"—চলুন।

ভাটা॥ আমায় বলছেন?

কর্মকার॥ তা ছাড়া আর কাকে?

ভাটা॥ আমি তো রঞ্জনবাবু নই।

কর্মকার॥ তার মানে?

গোপাল॥ উনি বয়ফ মোসন।

শান্তি॥ মিঃ ভাটা।

কর্মকার॥ মিঃ ভাটা? তা এতক্ষণ ধরে যে আমি বকে যাচ্ছি

একটা কথা তো বলবেন, সত্যি মিঃ ভাটা আপনার বুদ্ধিতে ভাঁটা পড়ে গেছে।

গোপাল ॥ তা যা বলেছেন মিঃ কর্মকার, আপনার কথার জোয়ারে উনি একেবারে ভেসে গেছেন।

কর্মকার ॥ আচ্ছা! তা আপনারা ?

শান্তি ॥ গোপাল আর শান্তি।

কর্মকার ॥ রঞ্জনবাবুর সঙ্গে কি সম্পর্ক ?

শান্তি ॥ যে যেমনভাবে গ্রহণ করেন।

গোপাল ॥ ভাই শালা, সেকেণ্ডহ্যাণ্ড মাল বিক্রেতা, মোটর এক্সপার্ট,

শান্তি ॥ আঃ! দাঁড়া আমায় বলতে দে।

কর্মকার ॥ তারও আগে আমায় একটু বসতে দিন

[গদাধর, গঙ্গাগোবিন্দের প্রবেশ]

গদাধর ॥ (প্রবেশ করে) আঃ গঙ্গাগোবিন্দ দাঁড়িয়ে রইলে কেন ? এতো আর অচেনা বাড়ী নয় গো, ভেতরে এসো ভেতরে এসো।

গঙ্গা গোবিন্দ ॥ নাঃ অচেনা হবে কেন ?

শান্তি ॥ আসুন আসুন বসুন।

ভাটা ॥ আপনি কী কোন রিফ্রিজারেটর কোম্পানীর—

গদাধর ॥ আজ্ঞে ?

গোপাল ॥ ও কিছু নয়, বসুন।

গঙ্গা ॥ গদাই, বসো বসে কথা বলো।

গদাধর ।। হ্যাঁ, বসছি, ওহে একবার রঞ্জনকে খবর দাওগে, বলবে, গদাধর বাবু আর গঙ্গাগোবিন্দ বাবু এসেছেন।

শান্তি ।। গদাবাবু আর গঙ্গাবাবু ?

গদাধর ।। আরে হ্যাঁ, বললেই বুঝতে পারবে-খন

গঙ্গা ।। গিয়ে বলগে ওই সার্বজনীন পূজোর গদা-গঙ্গা এসেছে। যাও যাও সময় নেই, আজকাল বড় ব্যস্ত হয়ে পড়েছি আমরা এবছর মায়ের পূজোর শতবার্ষিকী—

গোপাল ।। মায়ের পূজার শতবার্ষিকী ?

গদা। হ্যাঁগো অবাক হয়ে যাচ্ছ মনে হচ্ছে ? কিন্তু ব্যাপারটা তাই। একশবছর হলো মায়ের পূজো হচ্ছে।

গোপাল। তার আগে আর হয়নি ?

শান্তি ।। গোপাল ! তুই একটা গাধা, ওঁরা একশ বছর ধরে পূজো করছেন, তাই না ?

গদা ।। ঠিক ঠিক ধরেছে, এই আমরাই হচ্ছি অরিজিন্যাল আদি ও অকৃত্রিম এঁদোড়-এর সার্বজনীন।

গঙ্গা ।। এই গদা-গঙ্গার সার্বজনীনই হচ্ছে সবচেয়ে প্রাচীন। দেখাদেখি অনেকেই শতবার্ষিকী করবে বটে কিন্তু নথিপত্রে কেউ প্রমাণ করতে পারবে না। একমাত্র আমরাই জোর করে বলতে পারি যে আমরাই মানে গদা-গঙ্গাই একশবছর ধরে নিয়মিত পূজো করে যাচ্ছি।

গোপাল ।। আপনারা একশবছর ধরে দুজনে পূজো করছেন — তাহলে আপনারা কি রবীন্দ্রনাথের আগে—

শান্তি ॥ চুপ চুপ চুপ (জনান্তিকে) বোকামি কোরনা—
গদা যখন পিঠে পড়বে—

গদা ॥ কি বলছেন ?

শান্তি ॥ নাঃ, ও বলছিল, ওই রবীন্দ্রনাথ জন্মাবার আগে থেকে পূজো হচ্ছে না পরে থেকে। আমি বলছি, গদাবাবু ঐ, প্রায় ঐ সময় থেকেই সুরু হয়েছে। তাই না ?

গঙ্গা ॥ (একটু ভেবে) এ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক ঠিক! রবীন্দ্রনাথ জন্মে গেল আর সেই কার্তিকেই—

গদা ॥ (কাগজ দেখে) সেই আশ্বিনেই

শান্তি ॥ বুঝেছি, সেই আশ্বিন-কার্তিকেই গদা-গঙ্গা সার্বজনীন সুরু হয়ে গেল। বুঝেছিস ?

গোপাল ॥ মানে এঁদোড়ে সুরু হয়ে গেল।

গঙ্গা ॥ হ্যাঁ।

ভাটা ॥ আদি ও অকৃত্রিম পূজোটা ?

গদা ॥ ঠিক ধরেছেন উনি। এঁদোড়-এর অন্য পূজোগুলো কিন্তু (হাত নেড়ে "কিচ্ছুনা" ভঙ্গী করেন)

গঙ্গা ॥ যাক, এবার ডাকো—

[হরিচরণের প্রবেশ]

হরি ॥ ডাকার কি আছে, যে আসে সে আপনিই আসে। ডাকতে হবে কেন ? শুধু খবরটি কানে দিয়ে দেওয়া। যে রসিক-মাছি দেখবেন সে রসের ভিয়েনের ধারে নিজে নিজে গিয়ে ভনভন করছে—

ভাটা ॥ আপনি কি কোনও ?

গোপাল ॥ থেমে।

শান্তি ॥ নাম?

হরি ॥ হরিচরণ। যাক, অনেকে আছেন, একটা ভোট নেওয়া যাক। আপনারা মডার্ন না ক্লাসিক? কিসের পক্ষপাতী?

শান্তি ॥ কি অর্থে?

হরি ॥ গানের।

গোপাল ॥ এখানে বোধহয় কেউই গানের পক্ষপাতী নন হরিবাবু।

হরি ॥ সে কি! তাহলে কি আমি ধরে নেব আপনারা সকলেই মানুষ খুন করতে পারেন? না তা ধরবো না। কেননা খুনীরা দলবদ্ধ ভাবে বাস করতে পারে না। কাজেই আমি ধরে নিচ্ছি আপনারা সকলে ক্লাসিক গানের ভক্ত। মশাই মডার্ন-মডার্ন করে চেঁচালে কি হবে। মডার্ন-এর জায়গা রেকর্ডে। বলুন ঠিক কিনা? আমরা হচ্ছি ক্লাসিকের—দেখিয়ে দেব এবার। সারা ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ গুণীরা এসে যাবেন এখানে; ধ্রুপদ, ধামার, খেয়াল, ঠুংরী, সারেঙ্গী, স্বরোদ, সেতার, এস্রাজ, বাঁশী, সানাই সমেত সর্বপ্রকার পাখোয়াজ, মৃদঙ্গ, ঢোল, তবলা তার সঙ্গে ভারতনাট্যম্, কথ্‌কলি, কথক, মনিপুরী। কি ভাবছেন সম্ভব হবে না? হবে, টাকার জন্যে এবার ভাবনা করি না; এবার রঞ্জনবাবুকে সবাই একবাক্যে প্রেসিডেণ্ট করেছেন। রঞ্জনবাবু এবার আপনি বলুন।

[প্রত্যাশী হয়ে সকলের মুখের দিকে তাকায়]

শান্তি ॥ রঞ্জনবাবু এখানে নেই। অর্থাৎ উনি উপস্থিত নেই। কাজেই আপনি আসরটি যদি—

হরি ॥ না, তা হয় না। সবার আগে দরকার হচ্ছে মাথা। আর ক্লাসিক গানের সুরুতেই দরকার একজন মাথার-মণি ঠিক করা হ্যাঁ মডার্নভাষায় যাকে বলি প্রেসিডেণ্ট ঠিক করা, রঞ্জনবাবু হচ্ছেন সেই মাথারমণি তাকে ঠিক না করে তো একপাও এগোনো যাবে না।

গোপাল ॥ তা এগুতে যদি না পারেন তবে একপা পিছিয়ে বসে পড়ুন।

হরি ॥ সেটা সম্ভব (বসে পড়তেই)

[গযা প্রসন্নের প্রবেশ]

গয়া ॥ জায়গা ঠিক, মেনু ঠিক, খাওয়ার লোকজনও ঠিক, শুধু আপনি—(লোকদের দেখে থতমত খেয়ে) আপনি, আ—প—নি।

ভাটা ॥ আপনি কি কোনও—

শান্তি ॥ মিঃ ভাটা, প্রশ্ন নয়, ওঁকে বলে যেতে দিন। থামবেন না—বলে যান।

গয়া ॥ জায়গা ঠিক, মেনু ঠিক, খাওয়ার লোকজনও ঠিক শুধু আপনি, আপনি রাজী হলে -

গোপাল ॥ রঞ্জনবাবু রাজী হলে তো ?

গয়া ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ। আমরা একই পাড়ার বাসিন্দে, কত দায় আপদ হয় মানুষের জীবনে! পরিচয় না থাকলে কত অসুবিধে আর পরিচয় করার সহজ সূত্র হচ্ছে

এই সামাজিক ভোজন। এটাকে আমরা পিকনিকের ফর্মে করতে চাই। এমন নয় যে এটা জুলুম। এমন নয় যে আমরা বাড়ীতে কেউ খাই না, তবে কিনা রোজ তো উপলক্ষ্য ঘটে না। আর উপলক্ষ্যটা যখন আপনি, পরিচয় করাটা যখন আপনারই স্বার্থে—তখন আপনারই উচিত নয় কি আর্থিক দায়িত্বটা যেচে নিজের ওপর নেওয়া? আর ভগবান যখন আপনাকে সে ক্ষমতা দিয়েছেন তখন অন্যের প্রত্যাশায় থেকে—

শান্তি॥ কথাটা ঠিকই বলেছেন অন্যের প্রত্যাশায় না থেকে—

গয়া॥ রাজী তাহলে আপনি? মেনুটা আর লিস্টি সঙ্গেই আছে। যদি বলেন সবাইকে এখুনিই বলে যেতে পারি (লিস্টটা নিয়ে) প্রথম নম্বর নামটাই আমার গয়াপ্রসন্ন। ওটি কিন্তু কাটবেন না। সবার সঙ্গে যোগসূত্র হচ্ছি আমি। কিন্তু....আপনি?

শান্তি॥ শান্তি। রঞ্জনবাবু এখানে উপস্থিত নেই।

গয়া॥ আপনারা?

গোপাল॥ সকলেই আপনার লিস্টির মধ্যে সেঁধুতে চাই।

শান্তি॥ ফিস্টিতে পাতা পেড়ে বসে যেতে চায় আর কি?

গয়া॥ সর্বনাশ, এত নতুন নাম! রঞ্জনবাবুর উপর চাপটা একটু বেশী পড়ে যাবে না? নতুন সাত সা—ত জন। দেখি লিস্টটা পড়ে কাউকে বাদ দেওয়া যায় কিনা একটু বসব?

গোপাল॥ হ্যাঁ-হ্যাঁ, বসবেন বইকি! জাঁকিয়ে বেশ ভালভাবে বসুন। এই শান্তি চল আজ আর---

শান্তি ॥ পাগল নাকি ? আজই মওকা, এত লোকের মাঝে শুধু মুখ দিয়ে একবার বলিয়ে নেওয়া।

[রঞ্জনের প্রবেশ সবাইকে দেখে একটু ঘাবড়ে যায়]

রঞ্জন ॥ কি হয়েছে ? আপনারা, কি ব্যাপার ?

কর্মকার ॥ হয়নি কিছু। আমরা রোজই আসি।

তুচারজন ॥ আমরা ঘনিষ্ঠ কিনা ?

রঞ্জন ॥ রোজ আসেন, ঘনিষ্ঠ ! ও ও—তা হবে। তা হলে ভয়ের কিছু নয়।

গদা ॥ না ভয়ের কি, তা আপনার কি প্রয়োজন ?

রঞ্জন ॥ আমার প্রয়োজন ? কী বলি ?

গঙ্গা ॥ যা হোক একটা বলুন—

ভাটা ॥ আপনি কি কোন রেফ্রিজারেটর কোম্পানীর—

শান্তি ॥ গোপাল—

ভাটা ॥ (থমকে) আচ্ছা আমি চুপ করছি।

গোপাল ॥ (চাপা গলায়) কী রে ?

শান্তি ॥ (চাপা গলায়) এ-ই তো রঞ্জনদা।

গোপাল ॥ বটে !

শান্তি ॥ রঞ্জনদা, এঁরা আপনার জন্মে বসে আছেন।

সমস্বরে ॥ নমস্কার; কেমন আছেন; বলতে হয়; ভালো; অন্ধকারে ঠিক ঠাওর হয়নি; এত চেনা অথচ; কি আশ্চর্য আপনি, দেখুন তো! (ইত্যাদি)

রঞ্জন ॥ আস্তে—আস্তে—দাঁড়ান—বসুন—

[সবাই বসে পড়ে]

শান্তি॥ আমি একে একে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি। মিঃ ভাটা—রেফ্রিজারেটর কোম্পানীর এজেণ্ট—

ভাটা॥ এজেণ্ট বলতে যা বোঝায়—আমি ঠিক সেই লোক নয়—আমি চাই না আপনাকে বিশেষ কোন কোম্পানীর মাল জোর করে গছিয়ে দিতে। যে কোম্পানীর মাল আপনার পছন্দ হবে আমি শুধু আপনার হয়ে সেই জিনিসটি আনিয়ে দেব। তবে কি, এটা গরমের দেশ—ঠাণ্ডা জল বা বরফ—বাড়ীতে দরকার সব সময়েই — তবে কি, তার দামও দেখতে হবে —আর—

কর্মকার॥ প্রয়োজনটাও দেখতে হবে। মোটরগাড়ীর প্রয়োজনীয়তা আপনি অস্বীকার করতে পারবেন না। যেমন আজকের যুগ হচ্চে গতির যুগ · অথচ ভাল সেকেণ্ড হ্যাণ্ড গাড়ী না হলে গতি যাবে আটকে—আর নতুন গাড়ী কিনলে—আটকে থাকবে অনেকগুলি টাকা। যে টাকা দিয়ে আপনি অনেক প্রয়োজনীয় ও ভাল

গদা॥ ভাল এবং প্রয়োজনীয়। ঐহিক এবং পারত্রিক কাজ করতে পারবেন—তাই আপনি অর্থের বিনিময়ে ইহজগতে যা করুন না কেন—

গঙ্গা॥ পরলোকে তার ভগ্নাংশও নিয়ে যেতে পারবেন না। তাই লোকে ধর্ম করে—পূণ্য অর্জন করেন—সোজা জমা হয়ে যায় পরলোকে।

গদা॥ কিন্তু সেই পূণ্য অর্জন করতে গিয়ে—আমরা অনেক সময় বাজেকাজে অর্থ দান করে ফেলি—তাতে পূণ্য হয় না—

গঙ্গা ॥ এবং নামও হয় না। তারা আজ আছে কাল থাকে না—ব্যাঙের ছাতার মত— পরের বছরের কমিটিরও হদিস থাকে না—। অথচ দেখুন একশ বছর ধরে আদি অকৃত্রিম এঁদোড় সার্বজনীন—যারা চাঁদা দিচ্ছেন তাদের নাম বুকে করে রেখেছে—এবং নিয়মিত শতবর্ষ পূজোর ফলে প্রত্যেকটি দাতা—একশবছর পূণ্য অর্জন করে যাচ্ছে।

গদা ॥ হিসেব করে দেখলে দেখবেন—তাদের লগ্নীর তুলনায় একশ বছর পূণ্যের কত বেশী লভ্যাংশ জমা হয়েছে

গঙ্গা ॥ সেই শতবার্ষিকী আজ আপনার সম্মুখে। আর আমি জোর করে বলতে পারি, যতদিন গদা-গঙ্গা জীবিত থাকবে—এই শতবার্ষিকী হাজার বার্ষিকীতে পরিণত করতে তারা প্রাণপণ চেষ্টা করবে।

হরি ॥ এবং হাজার বার্ষিকী—অথবা শতবার্ষিকী যাই করুন না কেন—মার্গ এবং প্রচীন সংগীত ছাড়া তা ব্যর্থ। সেই সব কারণেই দেশে ক্লাসিক সংগীতের চর্চা এবং প্রসার রাখা দরকার। আগে রাজা-মহারাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় এই ক্লাসিক জিনিস রাজদরবারেই আটক থাকতো। বর্তমানে সাধারণ লোকের মাঝে তা এগিয়ে এসেছে। এই সুযোগে ক্লাসিক-কে জলসার মাধ্যমে সাধারণে ছড়িয়ে দিতে হবে। এবং তা পারে কারা? পারে যাদের টাকা আছে, রুচিবোধ আছে, সর্বোপরি ত্যাগের বাসনা আছে—আপনার ত্যাগের মাহাত্ম্য জানা আছে—তাই আপনার ত্যাগ করতে কুণ্ঠা হবে না—

আরেক দিকে আপনি ভোগী—প্রাচীন মার্গ, যাকে বলে ক্লাসিক সংগীত—এ আপনি ভোজন করতে পারবেন।

গয়া॥ এই ভোজন যত সামাজিক হয়- ততই সমাজের মঙ্গল। এতে পরস্পরের মধ্যে ভালবাসা হয়—আত্মীয়তা বাড়ে। একটা পিকনিকে খরচ কিছুই নয়—বলতে গেলে ১০০ জনের পেছনে পাঁচ-সাতশোর বেশী পড়ে না। অথচ সেই একশজনের হৃদ্যতার মূল্য কম করে ধরলেও লক্ষ টাকা—লক্ষ টাকা বলতে আমি অমূল্য বোঝাতে চাইছি।

রঞ্জন॥ কিন্তু এসব বোঝাতে চাইছেন কেন?

গোপাল॥ স্থান, কাল, পাত্র, পরিবেশ, সম্ভাবনা প্রভৃতির সম্বন্ধে কোন জ্ঞান নেই বলে। সিচুয়েসান আর টেম্পো সম্বন্ধে জ্ঞান হয় কী করে? না—নাটক করলে। নাটক না করার ফলে চরিত্র ও স্থান, কাল, পাত্রের জ্ঞান সম্পূর্ণ হয় না। কি কথার পর কি কথা আসে—সেটা জ্ঞান হয় না—এমন কি সুন্দর সুমিষ্ট স্বরে লোকের মনোরঞ্জন করে কি করে কথা বলতে হয় তার জ্ঞান পর্যন্ত হয় না। তাই বলছিলাম—

শান্তি॥ গোপাল—

গোপাল॥ কি হলো?

শান্তি॥ এরপর আর একটি কথা বললে তোর চরিত্রের স্বাতন্ত্র্য থাকবে না।

রঞ্জন॥ আপনি কি বলছেন? মানে কী বলছো ভাই?

শান্তি॥ আমার দাদা বলার কিছু নেই—এঁরা যা বলছেন বুঝেছেন কিছু?

রঞ্জন॥ নাম জানি না, পরিচয় জানি না—কি জন্যে বলছে তাও বুঝিনা।

শান্তি॥ তাহলে গোড়া থেকে আবার নাম বলি—তারপর এঁরা পরিচয় দিয়ে কি বক্তব্য তাই বলবেন। এ গোপাল—ইনি ভাটা, ঐ কর্মকার, বসেছেন—গয়া—গঙ্গা—গদাধর—হরি—(আমি) শান্তি।

রঞ্জন॥ এযে একেবারে শ্রাদ্ধের মন্ত্র!

[শিবনারায়ণের প্রবেশ]

শিব॥ তাতো হবেই—ভবিষ্যতহীন—আত্মীয়-বান্ধব পরিত্যক্ত যে হয়--সে নিরালম্ব—মানে ভূত—তাকে ঘিরে তখন শুধু শ্রাদ্ধের মন্ত্রছাড়া আর কী উচ্চারিত হবে বাবা? কিংবা তার শ্রাদ্ধ ছাড়া লোকে আর কী করবে?

[রঞ্জন বিস্মিত হয়ে মুখের 'দকে তাকায়]

শান্তি॥ তাকিয়ে আছেন কী প্রণাম করুন—উনি আপনার আত্মীয়—আপনার খুড়োমশাই রক্তের সম্পর্ক। যে দিক দিয়ে যান উনি আপনার বাবার ভাই—আপনার বাবার মামাতো ভাই-ও বলতে পারেন মাসতুতো ভাই-ও বলতে পারেন। প্রণাম সেরে নিন।

[রঞ্জন ঘাবড়ে গিয়ে প্রণাম করতে যেতে]

শিব॥ থাক্ থাক্। আরে লোকদেখান প্রণাম-টুণাম আমি আবার পছন্দ করি না।। যাক্ তোমার শালা ছুটির মস্তিষ্ক সম্বন্ধে—আচ্ছা সেও পরে হবে—আগে বাইরের আপদগুলোকে দেখি। ওহে বাপু সকল—এ একেবারে আত্মীয়-বান্ধবহীন ·নিরালম্ব

ভূত নয়, যে শ্রাদ্ধের মন্ত্রসকল একেবারে স্বশরীরে হাজির হয়েছো। শোন উপস্থিত এর শরীর ভাল নেই। তোমরা আজ আলোচনা স্থগিত রাখ। কাল—অথবা পরশু—কিংবা তারপরের দিন........

ভাটা॥ আগে আমার রিফ্রিজারেটর-এর দিনটা ঠিক....কারণ ঠাণ্ডা না হলে—

কর্ম॥ গতি না থাকলে—

গঙ্গা॥ ধর্ম না থাকলে—

গদা॥ দাতা না পেলে

হরি॥ ক্লাসিক বাঁচে না—

গয়া॥ শরীর, সমাজ সবদিকের চিন্তা করে · ·

গোপাল॥ না—(টক)

শান্তি॥ গোপাল!

গোপাল॥ (তোতলা হয়ে) না—না—না—না—না—আ—

শিব॥ (গোপালকে) ঠিক। এখন সবটাই বোঝা গেল। কাল (আঙ্গুল দেখিয়ে) বিকেলে সাত, আট, নয়, দশ—পরপর যান। এ ভূতের হুকুম নয়—আত্মীয়ের হুকুম। যান-যান।

[শান্তি এবং গোপাল বাদে সবাই ভয়ে ভয়ে, মুখ চাওয়াচাওয়ি করে উঠে চলে গেল।]

শিব॥ হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ। দেখলেতো বাবা। এসব হচ্ছে শ্রাদ্ধের মন্ত্র, মৃতলোকদের ঘিরে থাকে। ব্যাপারটা হচ্ছে ওরা সব সময় তোমার কিছু খরচা করিয়ে দেবার মতলবে ঘোরে—মানে তুমি খরচা করে—মড়ার মতো পড়ে না থাকলে ওদের শান্তি

নেই—হ্যাঁ ভালকথা—খোকারা যাও—বাড়ীর ভিতরে যাও দিকি—আমাদের একটু নিজেদের কথা আছে।

শান্তি ॥ ভিতরে যাওয়ার উপায় নেই। আন্নামাসী আছেন ভিতরে।

শিব ॥ আন্নামাসী!

শান্তি ॥ ওঁর আপন মাসীশ্বাশুড়ী।

গোপাল ॥ ঐযে এসে পড়েছেন—

[আন্নামাসীর প্রবেশ]

আন্না ॥ এই যে বাবা রঞ্জন—কখন থেকে বাবা তোমার অপেক্ষা করছি। ও কেরে তুষ্টু?

শান্তি ॥ আজ্ঞে উনি খুড়োমশাই—রঞ্জনদার।

শিব ॥ চিনতে পারছেন না বেয়ান? আমি শিবনারায়ণ....

আন্না ॥ চিনবোনা কেন? তবে পায়ের ধূলো তো বড় একটা পড়ে না আপনার।

শিব ॥ তা যা বলেছেন বেয়ান। সময় করতে পারি না বড় একটা; তা ছাড়া আপনাদের পায়ের ধুলোয় যেখানে ধূলিধূসরিত—সেখানে আবার জঞ্জাল বাড়ানো বইতো নয়। এই ছাখ—এই ছোঁড়ারা হাসিস ক্যানরে? উনি আমার ঠাট্টার সম্পর্কের লোক—ওঁর সঙ্গে কথা কইছি। তোরা তাতে হাসছিস? তারপর আছেন কেমন?

আন্না ॥ আমাদের আর থাকা—ধুলোমাটি নিয়ে মাথা বৈতো নয়।

শিব ॥ তা-তা—তা যদি বলেন—আমারও ইচ্ছে ধুলোয় গড়াগড়ি দি—

আম্মা ॥ বেশতো। বলে দিচ্ছি মিতাকে, বেয়াই গড়াতে এয়েছেন
দুটো ভাত চড়িয়ে দিস।

শিব ॥ আমার আবার রাত্রে ময়দা—আমি আপনার হেঁসেলেরই
সরিকদার হবো।

আম্মা ॥ তবে তো এখানে গড়ানো চলবে না। আমার চুলো যে
এখান থেকে পাঁচ মাইল তফাতে—চলুন—

শিব ॥ তাই বুঝি? ছিঃ ছিঃ না আমি তো ভুলেই গিয়েছিলুম—
যে আপনার বাড়ী খানিক দূরেই। ও রঞ্জন, বেয়ান ঠাকরুণকে
প্রণাম করলে না—আজকাল যে কী সব হয়েছে—

[রঞ্জন এগিয়ে গিয়ে প্রণাম করবার উপক্রম করতে]

আম্মা ॥ থাক থাক, ঐ হয়েছে—বেঁচে থাক বাবা—পয়মন্ত হোক।
আমি গুই, মিতাকে বাড়ীতে পেলুম না। বোল একবার—
যদি গরীব মাসীকে মনে পড়ে তার—আচ্ছা যাক আমিই না
হয় কাল সকালে একবার--। চলি, বাড়িটা যে চিনে যেতে
হবে বেয়াই, ময়দা খাবেন--ভিয়েন কোথায় বসেছে জানা
দরকার না!

শিব ॥ চলুন দেখে আসি। তবে বেয়ান আপনি কিন্তু, আপনি
কিন্তু ভুলে গেছেন—আমিও এই সহরেই থাকি--এখান থেকে
পাঁচ মাইল দূরেই।

আম্মা ॥ তবে বোধহয় আমরা কাছাকাছিই থাকি।

শিব ॥ একবারে বিপরীতে দশমাইল তফাতেও হতে পারে। তাই
বলছিলাম আপনি বোধহয় আমায় ভুলে গেছেন।

শান্তি ॥ যেতে যেতে পথে কথা বললে মনে পড়েও যেতে পারে।

শিব ॥ আবার, ঐ তোমার শ্যালকাটির মাথায়—যাক। আজ তাহলে চলি—বুঝেছ রঞ্জন—সব কথা সবসময় বলা যায় না। কাল একবার সময় করে আসবখন—

[আন্নাঠাকরুণের পিছনে পিছনে শিবনারায়ণের প্রস্থান]

গোপাল ॥ ওরে—এবার শিব-কালীর প্রস্থান হয়ে গেল; এবার হয় সুরু কর—নয়—

রঞ্জন ॥ কি সুরু করবে ভাই ?

শান্তি ॥ সুরু নয় শেষ করতে চাই। আমরা অনেকক্ষণ এসেছিলুম প্রায় সুরুতেই। কিন্তু আপনাকে আর বৌদিকে না পেয়ে—বসব কি চলে যাব ভাবতে ভাবতে একে একে সবাই ঢুকে পড়লো। তা সেই অবস্থাতে বলা যেতে পারে না—শত হলেও—

গোপাল ॥ আমরা আপনার ভাই-এর মত—

রঞ্জন ॥ হ্যাঁ, তাতো বটেই স্ত্রীর ভাই যখন—

শান্তি ॥ আজ্ঞে না—আপনারই ভাই। আমার বড়দা আপনার সঙ্গে কাজ করেন—কল্যাণদা।

রঞ্জন ॥ ও—কল্যাণবাবুর ভাই ?

শান্তি ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ, তবে আপনি আমাদের চেনেন না—

রঞ্জন ॥ আমার স্ত্রী ?

গোপাল ॥ উনিও চেনেন না।

শান্তি ॥ আমরা চেনা করতে এসেছিলাম—কিন্তু একটার পর একটা বাধা।

গোপাল ॥ ঐ আবার বাধা—

[মিতার প্রবেশ]

রঞ্জন ॥ এই যে কোথায় থাক ?

মিতা ॥ আমি···হয়েছি কি···এই ভ্যাখ আরও রয়েছে ?

শান্তি ॥ আমরা নেই -

রঞ্জন ॥ ওদের কথা ছাড়, ও কল্যাণের ভাই আর তার বন্ধু। কোথায় ছিলে ?

মিতা ॥ দেখতেই তো পাচ্ছ -বাড়িছেড়ে পালিয়েছিলাম।

রঞ্জন ॥ কেন ?

মিতা ॥ কেন ? সে তুমিই জান বিকেল থেকে যেন লোকের বন্যা সুরু হয়ে গেল। একের পর এক লোক আসছে। আর নাম করে "ওমুক বাবু আছেন ? নেই ? আচ্ছা পরে আসবো ।" যতো বলি কি দরকার, বলে যান "নাঃ,ঠিক আছে পরে আসবো তেমনকোনদরকার নেই।" মানে নামানে না। লোক আসছেই আসছে আবার অন্দরের দরজা দিয়ে মেয়েদের আক্রমণ, "ও মিতাদি কি করছো ? বলি, এই ঘরের কাজ, এসো না বসো ।" তার উত্তরে,"হুঁ-হুঁ বড় মজা না—আমাদেরকপালে আর বসার সুখনেই"। যাচ্চলে—উধাও। সঙ্গে সঙ্গে আর এক জন -"বাবা বাবা বাবা মাটিতে পা পড়ে ন। বলি—কেন গো ? উত্তর হোল, আ-হা ঢং যতই কর আনন্দ আর অহঙ্কারের দেমাক চেপে রাখতে পারছোনা।"

রঞ্জন ॥ তারপর----

মিতা ॥ জ্বলে গিয়ে···জ্বলে গিয়ে ছুঘণ্টার মতো রাস্তায় বেরিয়ে ঐ ঝোপটার আড়ালে লুকিয়ে বসেছিলম। আর সদর পাহারা

দিচ্ছিলাম যদি নেহাত কেউ হাতে করে নিয়ে কিছু বোঝোয় তবে গিয়ে ধরবো। হ্যাগো ব্যাপার কী বলতো ?

রঞ্জন ॥ প্রশ্নটা আমারও।

মিতা ॥ অফিসে কিছু হয়েছে নাকি ?

রঞ্জন ॥ তা তো ঠিক বলতে পারি না। একটার সময় ছুটো ফাইল নিয়ে বড় সাহেবের সঙ্গে বেরিয়েছিলাম। হেড অফিসে ডিরেক্টর বোর্ডের মিটিং ছিল—সেখানে ছিলাম। দরকার হলে ফাইল ছুটোর ডাক পড়তো—আর আমাকে বোঝাতে হতো। তা ডাক পড়েনি—মিটিং-রুমের পাশে—ওয়েটিং-রুমে বসে বসে কাগজ পড়েছি—তারপর মিটিং শেষ হতে বাড়ী আসছি! অফিসে মানে কারখানার অফিসে কিছু হয়েছে কি-না—। আর কি-ই বা হবে ?

শান্তি ॥ আমি বলি তাহলে বোধহয় হয়েছে।

রঞ্জন ॥ কি হয়েছে ?

গোপাল ॥ আপনি বোধহয় লটারীতে টাকা পেয়েছেন !

মিতা ॥ কি বলছেন ?

শান্তি ॥ আমি বলছি বৌদি—আমার দাদা— ওঁর বন্ধু বলছিলেন রঞ্জন এবার একশ' টাকার লটারীতে ফার্স্ট প্রাইজ পেয়েছে।

রঞ্জন ॥ সত্যি !

শান্তি ॥ হতেও পারে।

মিতা ॥ ওগো সত্যি !!

রঞ্জন ॥ হতেও পারে। আমাদের অফিসে সুপারভাইজার স্টাফ সবাই একশটাকা করে সেভিংস লটারীতে টিকিট এক-

একখানা কিনেছিল না ? তাতে কল্যাণবাবুর পত্রের নম্বরটা ছিল আমার। আর কল্যাণবাবু তা জানতেন, উনি সবার নম্বর প্রায় জানেন। কাজেই উনি যদি বলে থাকেন—মিতা !!

মিতা ॥ ওগো—সত্যি যদি হয়—(মিতা বলে চলেছে) হে ভগবান তাই যেন হয়।

রঞ্জন ॥ ওঃ, তাহলে যে কি নিশ্চিন্দি !

মিতা ॥ ঠাকুর ঠাকুর ছলনা করনা ঠাকুর।

রঞ্জন ॥ আমার এটাচি কেসে বণ্ডটা আছে—চল ওটা নিয়ে একবার পোস্ট অফিসে ঘুরে আসি। চল।

[ওদের ভেতরে প্রস্থান]

শান্তি ॥ বাস চলে গেল ভেতরে। হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছে—সুরু করবিতো ?

গোপাল ॥ (ভেংচে) সুরু করবিতো! তুইও তো হাঁ করে দাঁড়িয়েছিলি ; ডিরেকসন দিবিতো—অন্তত ইসারা করবিতো।

শান্তি ॥ তাহলে ?

গোপাল ॥ কুছ-পারোয়া নেই আমি সুরু করছি—রঞ্জনদা—বৌদি—বৌদি (গমনোদ্যত)

শান্তি ॥ এই চুপ, কোথায় যাচ্ছিস ?

গোপাল ॥ ও ঘরে—

শান্তি ॥ ইডিয়ট (গর্দভ) সেট ছেড়ে ওদের শোবার ঘরে যাচ্ছে চলে !

গোপাল ॥ তাহলে নাটক ?

শান্তি ॥ হবে—চলে আয়—পর্দা ফেলছে, এখন বিশ্রাম নিবি চল এবার বিরতি—

[পর্দা নেমে আসে]

দ্বিতীয় অঙ্ক

রঞ্জনবাবুর বাড়ী

দৃশ্যপট বৈঠকখানা। পূর্ব দৃশ্যেরই মত

সময়: বিকেল

[মঞ্চে রঞ্জন একা বসে। একটা খাতায় হিসেব লিখে চলেছে। হঠাৎ মুখ তুলে কি যেন ভাবল তারপর অন্দরের দিকে চেঁচিয়ে ডাকল।]

রঞ্জন॥ ওগো ওগো আরে গেলে কোথায়? শুনছো ওগো—(উঠে দাঁড়িয়ে শোবার ঘর—দর্শকের বাঁ হাতি উইংস বরাবর গিয়ে ডাকে) আরে যাও কোথায়? (ভিতর হতে কোন সাড়া না পেয়ে একটু বিরক্ত হয় যেন) এই মিতা—মিতা গেলে কোথায়? মিতা....(ডাকতে ডাকতে রান্নাঘরের দরজার ভেতরে চলে যায়)

[গোপাল এবং শান্তির পরপর প্রবেশ]

গোপাল॥ নাঃ, আর দেরী করা উচিত নয়। আমার বিবেচনায় এখনই প্রবেশের উপযুক্ত সময়।

শান্তি॥ গোপাল, আমার কথা শোন, তোর চাইতে আমি—অভিনয়ে, পরিচালনায় পোক্ত এটাতো মানবি? (হাতধরে টেনে বাইরে নিয়ে যাবার চেষ্টা করে) চল, চল বাইরে

বলছি, এখনও আমাদের প্রবেশের ঠিক সময় নয়। যখন সময় হবে আমি নিজে থেকে বলব।

গোপাল ॥ আর তুই বলেছিস, সেই সকাল দশটা থেকে ঠায় দাঁড়িয়ে আছি; একটা করে লোক ঢুকছে আর দরজায় আড়ি পাতছি। এই করে সাড়েচারটে বেজে গেল। যাদের সময় দেওয়া হলো সন্ধ্যা ৭টা, ৮টা, ৯টা, ১০টা, ১১টা সেই ভাটা, কর্মকার, গদা-গঙ্গা, হরি, গয়া সকলেই একবার করে এসে অন্য ছুতোয় কথা বলে নিজেদের কাজ অর্ধেক হাঁসিল করে চলে গেল। আর আমরা গাধার মত ঠায় বসে রইলুম।

শান্তি ॥ আরে বাবা এখনওতো আন্নামাসী আর শিবুখুড়ো আসেনি, ওদের প্রস্থানের পর আমাদের প্রবেশ।

গোপাল ॥ তখন প্রবেশ করে কী করবো? মিঃ ভাটা এসে একটা রেফ্রিজারেটর গছাবার কথা প্রায় ঠিক করে গেল। সন্ধ্যে ৭টায় এসে অর্ডার হাতিয়ে নিয়ে যাবে। কর্মকার গাড়ীটা ধর একরকম বেচেই ফেলেচে। শুধু টাকাটা নেওয়া বাকী। গদা-গঙ্গা চাঁদার খাতায় সই করিয়ে নিয়ে গেছে—

শান্তি ॥ কিন্তু রঞ্জনদা কত চাঁদা দেবে তা কবুল করেছে কি?

গোপাল ॥ আরে সই করেছে কিনা? টাকার অঙ্ক নিজেদের খুশী মত গদা-গঙ্গা বসিয়ে নেবে খাতায়। ঠিক তাই হয়েছে হরিচরণের বেলাতেও। কেবল গয়াই কিছু সই করাতে পারেনি। তা যেমন না পেরেছে—ওই লিস্টির একশজনকে তো বৌদি নিজেই খাওয়াচ্ছে—আরও কিছু বাড়বে। কাজেই কাজের হাঙ্গামার মধ্যে গয়াকে কিছু দায়িত্ব আর টাকাও দেবে

—তখন তা থেকে সরালে গয়ার ক্ষতিটা কি ? এখন এত কাণ্ড করে ফেলার পর ধর মাসী-খুড়োও যদি ঐ মতলবে থাকে—তাদেরও কিছু কবুল করার পর হাতে কিছু থাকবে ? আর তখন প্রবেশ করেই বা কী হবে ?

শান্তি ॥ দেখ গোপাল, আমার নাটক বানচাল করে দিসনি। আমি বলছি এখন প্রবেশের সময় নয়। চলে আয় বলছি আমার সঙ্গে। আরে আয়না ; আচ্ছা নয় একটু পরেই ঢুকিস এখন চলে আয়, রঞ্জনদা আসছে—

[উভয়ের প্রস্থান। রঞ্জনের প্রবেশ]

রঞ্জন ॥ আশ্চর্য ব্যাপার, গেল কোথায় ? (সচীৎকারে) মি—তা—

[সদরের দিক দিয়ে দ্রুত পায়ে মিতার প্রবেশ]

মিতা ॥ কী হোল ?

রঞ্জন ॥ থাক কোথায় ?

মিতা ॥ এই তো মিত্তিরদের বাড়ী গিয়েছিলাম

রঞ্জন ॥ ঘর সংসার পড়ে রইল—মিত্তিরদের বাড়ী গিয়েছিলাম ! সাড়ে চারটে বাজে--এককাপ চা খাওয়াবে ? অফিস কামাই করে হিসেব করতে করতে এলিয়ে পড়েছি দেখতে পাচ্ছ ?

মিতা ॥ আর আমি যেন বসে আছি—এবাড়ী ওবাড়ী দৌড়ো-দৌড়ি করে আমার পায়ের খিল খুলে যাবার জোগাড়।

রঞ্জন ॥ তাইতো বলছিলাম খাওয়ানোটা দুচারদিন পরে করলেই হোত।

মিতা ॥ হ্যাঁ, পরে করলেই হোত! টাকা পেলাম গতকাল

খাওয়াচ্ছি আগামী পরশু, এ-ই কত দেরী! মিত্তির দি বললেন, কিরে এই চারদিনে যে সুদ পাবি তাই দিয়ে খাওয়াবি নাকি? ভালকথা শোন, এ নেমন্তন্নের লিস্টিতে আরও আটজন যোগকর দিকি। মিত্তিরদির বোন রয়েছে এখানে তার ছেলেপুলেরা সমেত। আমি বাপু সামনাসামনি চোখ বুঁজে ওদের বাদ দিতে পারলাম না।

রঞ্জন ॥ (লিখে নেয়) আরও আটজন হোল, তোমার ১৬৮ জন, আমার অফিসের ৩০ জন। মোট ১৯৮; আর দুজন হলেতো সর্ব সাকুল্যে ২০০ জন হত।

মিতা ॥ হয়েছে দুজন! সেই ছেলে দুটি, ঐ যে গো কল্যাণবাবুর ভাই—

রঞ্জন ॥ ঠিক ঠিক, ওরাতো আজ একবারও এলোনা। আচ্ছা আমি কল্যাণবাবুকে বলে দেবখন। দেখলে, এ তোমার গয়াবাবুর হিসেবের ডবল হোল কিনা? কি বলেছিলাম? যে পাক্কা ২০০ জন হবেই।

মিতা ॥ দেখো শেষ পর্যন্ত দুচারজন আরও বেড়ে যাবে। তোমার ২০০ জনের মধ্যে জনা দশ বারো অনায়াসে খেয়ে যেতে পারবে।

রঞ্জন ॥ আমি কিন্তু যা দেখছি যে পাঁচশো টাকাতে কুলোতে পারা যাবে না। মাথাপিছু রাবড়ী একপো, মুরগীর কাটলেট, ভেটকীর ফিসরোল!

মিতা ॥ তবে কী ডাঁটা চচ্চড়ী খাওয়াবে?

রঞ্জন ॥ না-না; আমি তা বলিনি। বলছি হালুইকর রাঁধুনের সংখ্যা

বেড়ে যাবে তো। এসব খুচরো কাজ তো, কালথেকেই তোমার ভিয়েন চাপলে কাল চারজন পরশু লাগছে আটজন জোগাড়ে নিয়ে ধর প্রোডাকসান কস্‌ট্‌ বেশী পড়ে যাবে—বাড়ীতে একদিনের জন্য এসব করতে গেলে। আমি যা দেখছি সাতশো হলে ঠিক কুলোয়। হোক একদিনের তো ব্যাপার

মিতা ॥ হ্যাঁ, আরতো করছি না। লোকে বলতেও পারবেনা যে পেল অথচ খাওয়ালে না। হ্যাঁগো ঐ গাড়ীটা কাল পরশু পাওয়া যাবে না ? তাহলে কেনা-কাটাগুলো।

রঞ্জন ॥ কেন পাওয়া যাবে না ; কর্মকারতো সকালেই রেখে যেতে চাইছিল—আমিই বরং বললুম টাকা না দিয়ে গাড়ী নেবনা। ওই কর্মকার তো হেসেই খুন— বলে গাড়ী আপনার, ইচ্ছে হলে টাকা দেবেন—নয় দেবেন না। ঠিক আছে বিকেলে এলে ওকে বলবোখন যে গাড়ীটা তুমি দুদিন আগেই রাখতে চাও। কী গো ?

মিতা ॥ তাহলে যদি ঐ ঠাণ্ডা জলের মেসিনটাও পাওয়া যায় তাহলে সবাইকে বেশ—

রঞ্জন ॥ দেখাবে ?

মিতা ॥ আহা দেখাবো কেন ? সবাই একটু ঠাণ্ডা জল খেলো

রঞ্জন ॥ বেশ খাবে।

মিতা ॥ হ্যাঁগো, গদাবাবু ফটোগ্রাফার নিয়ে আসবে কেন ?

রঞ্জন ॥ আর বল কেন ? আমাদের দুজনের একটি যুগল ছবি চাই। উনি শতবার্ষিকীর যে বই বার করবেন তার মলাটে আমাদের

ছ'ব ছাপাবেন। যখন মনেই করালে—বলে রাখি—একআধটা ভাল শাড়ী বার করে রেখ।

মিতা॥ গয়নার কী হবে?

রঞ্জন॥ কেন যা আছে?

মিতা॥ এ রাম, গোটা কয়েক হাল্কা হাল্কা সোনার গয়না। না বাপু ওই মলাটে ওরকম গয়না-পরা ছবি, ধ্যুৎ!'

রঞ্জন॥ তা হলে—

মিতা॥ ওকে দুদিন পরে ছবি তুলতে বলো না—দে বাবুর শালাতো বলেছে এক সপ্তাহের মধ্যে ভাল জড়োয়া গয়না কিনিয়ে দেবে। জড়োয়া গয়নার ছবিও ভাল আসবে।

রঞ্জন॥ আগে বলবেতো! এখন রাত্রে এলেপরে কি ছুতোয় ওকে ফেরাই—

মিতা॥ কেন বলে দেবে চাঁদার টাকাটা হাতে না 'দয়ে আমার গিন্নী—মশাই ছবি তোলাতে লজ্জা পাচ্ছেন।

রঞ্জন॥ গঙ্গাবাবু যে বললে চাঁদা দিন আর না দিন আপনাকে আমাদের পৃষ্ঠপোষক করে যে নিয়েছি, সে কিন্তু আর বদলাচ্ছি না।

মিতা॥ তা হলে কী বলছো একবার যাব দে বাবুর স্ত্রীর কাছে, ওর ভাইকে খবর দেবার জন্যে বলবো? যদি জড়োয়ার সেটগুলো এখন দিতে পারে চেষ্টা করবো?

রঞ্জন॥ কিন্তু সবই আগাম নিয়ে বসলে কি ভাল দেখায়! তা ছাড়া একবার টোটাল মেরে দেখলে হোত না লটারীতে পাওয়া টাকার ওপরে খরচা হয়ে যাচ্ছে কি-না? শোনো, সব হচ্ছে

তুমি এককাজ করদিকি, আমায় আগে এক কাপ চা দাও আর আমি ততক্ষণ সব খরচার মানে মোট কত টাকার দায় দাঁড়াচ্ছে সেটা যোগ করে ফেলি। নাহলে এটা হবে তো ওটা বাদ যাবে, ওটা হবে তো এটা বাদ যাবে।

মিতা ॥ বেশ, তুমি যোগ কর—আমি ভেতর থেকে আসছি (উঠে যেতে গিয়ে ফিরে আসে) ওগো একটা কিন্তু খুব ভুল হয়ে গেছে। একেবারে হিসেবে ধরা হয়নি।

রঞ্জন ॥ কি বলতো ?

মিতা ॥ মণ্টু আর খোকন ওদের কথা একদম ভুলে গেছো তো ?

রঞ্জন ॥ ভুলব কেন ? নিজের ছোট ভাই আর ছেলের কথা ভুলে যাব কেন ?

মিতা ॥ ভুলে গেছ মানে, তুমি সেদিন বলেছিলেনা ভাল করে পাশ করলে মণ্টুকে বিলেতে পাঠাব—সে বাবদে টাকা রেখেছ ?

রঞ্জন ॥ এ টাকাতো পাওয়ারই কথা ছিল না। ওকে তো আমার প্রভিডেন্ট ফাণ্ড থেকে ধার করে পাঠাব বলে ভেবে রেখেছি।

মিতা ॥ কেন ? এর থেকে হাজার তিনেক রেখে দিলে তোমার ভাইটা অনায়াসে বিলেত যেতে পারে।

রঞ্জন ॥ তবে তো খোকনের জন্যেও রাখতে হয়।

মিতা ॥ খোকনতো সবে এখন ক্লাস সিক্স-এ পড়ে। ও কবে বড় হবে কবে বিলেত যাবে—

রঞ্জন ॥ দেখি মণ্টুটার জন্যে কিছু....। কিন্তু একটা কী ভাবছি জান, বাড়ীতে এতবড় ফিস্ট হবে অথচ ওরা দুটো কোলকাতায় হোস্টেলে পড়ে থাকবে সেটা আমার ভাল লাগছেনা। ওদের

কাল একটা টেলিগ্রাম করে দিই ওরা পরশু আসুক, একদিন থেকে চলে যাক, কি বল ?

মিতা ॥ কিন্তু হোস্টেল থেকে হুট করে ছাড়বে ?

রঞ্জন ॥ লিখেদেব তোমার কিংবা আমার অসুখ।

মিতা ॥ নাঃ, খোকন কেঁদেকেটে একসা করবে, বরং কাউকে চিঠি দিয়ে কোলকাতায় পাঠিয়ে ওদের আনানো ভাল।

রঞ্জন ॥ কিন্তু কে তোমার জন্যে বেগার দেবে ?

মিতা ॥ দেবে। পয়সা খরচা করলে লোকের অভাব হবে না।

[নেপথ্যে আন্না ও শিবনারায়ণের গলার আওয়াজ পাওয়া যায়]

আন্না ॥ (নেপথ্যে) 'ভাত ছড়ালে কোনদিন কাকের অভাব হয় না।

শিব ॥ (নেপথ্যে) আঃ বেয়ান আপনি থামুন,আমি বাকিটা দিয়ে দিচ্ছি।

[মিতা ও রঞ্জন গোলমাল শুনে বাইরে তাকায়]

রঞ্জন ॥ এই ছাখ, শিবুকাকা আর তোমার আন্নামাসী এল আবার। ট্যাক্সিওয়ালার সঙ্গে ঝগড়া করছে কেন ?

মিতা ॥ কার মাসী বললে ?

রঞ্জন ॥ তোমার।

মিতা ॥ আমার আন্নামাসী ! (তাকিয়ে দেখে) ওতো আমার ঠিক মাসী, মানে, ওদের সঙ্গে একটা সম্পর্ক আছে বটে, তবে— দাঁড়াও। কিন্তু তুমি ওঁকে চিনলে কবে থেকে ?

রঞ্জন ॥ আরে বাবা কালকে থেকে—কাল এসেছিলেন, বললেন—

যে তোমাকে বলতে—আচ্ছা একটু আড়ালে চল বলছি—ওরা ঢুকে পড়লে আর বলা যাবে না—এস।

[ভিতরে ঘরের দিকে প্রস্থান, সঙ্গে সঙ্গে ক্রুদ্ধ ভাবে আন্না ঠাকরুণ ও শিবনারায়ণের প্রবেশ]

আন্না ॥ নাঃ বেয়াই মশাই, এসব আপনি কখনো প্রশ্রয় দেবেন না। ওরা হচ্ছে কী জানেন সুবিধে পেলেই ঠকাবে।

শিব ॥ নাঃ। আপনাকে ঠকায়নি—ওই রকমই প্রায় ভাড়া।

আন্না ॥ বটে—কার কী ভাড়া কার কতখানি পাওয়া উচিত এ কি আপনি আমার চেয়ে ভাল বোঝেন বেয়াই (বেই) মশাই ?

শিব ॥ না-না মোটেই না। সে ভাল বুঝলে কি আমি একেবারে একদিনে আপনার অনুগত হয়ে পড়ি ?

আন্না ॥ এই দেখুন, এ কি বলেছেন আপনি, অন্য কথায় এসে পড়েছেন। আমরা হলুম মেয়ের দিকের আত্মীয় শত হলেও পর। আপনি যদি ছেলের কাকা হয়ে তাকে কুটম্বিতে করতে বারণ করেন—তবে কী আমরা বারবাড়ী থেকে অন্দরে পা দিতে পারি ! বলতে গেলে আমারই অনুগত থাকা দরকার।

শিব ॥ হাঃ হাঃ হাঃ আন্নাঠাকরুণ সে ছেল আমাদেরও ছেলেবেলার কথা। আজকাল ছেলের বিয়ে দিয়ে বাপ খুড়োই পর হয়ে যায়—বড়জোর সদরে চৌকিদারী করতে পারে। কিন্তু সেই চৌকিদারীর মাইনে আসে যে সিন্দুক থেকে—অন্দরের সেই সিন্দুকের চাবি থাকে কনের বাড়ীর আত্মীয়দের হাতে। কাজেই আপনার হাতেই আমার বাঁচন-মরণ।

আন্না ॥ তা যদি বলেন বেয়াই (বেই), ছেলেকে উপযাচক হয়ে আপনি যদি না বলেন, মিতাকে দিয়ে বাপের বাড়ীর জন্যে মুখ ফুটিয়ে জামাইকে কিছু বলান আমায় সম্ভব হবে কিনা বুঝতে পারছি না—।

শিবু ॥ তা বলব। তা একদমই কিছু বুঝছেন না ?

আন্না ॥ তা বললে অবশ্যি খুবই বেশী বলা হয়—ঘরদোর বিশেষ করে হেঁসেল দেখে যা বুঝলুম—তাতে বোঝা যায় মিতার দিকে জামাই-এর বেশ টান আছে—

শিবু ॥ হেঁসেল দেখে ?

আন্না ॥ হ্যাঁ মশাই। (মাপ দেখিয়ে) এই—এই—এই সাইজের সব ব্যবস্থা। মানে মশলা যদি বাটেন তো নীচু পিঁড়ে, তোলা উনুনে রাঁধেন যদি তো জলচৌকি। বড় উনুনে বসলে রয়েছে মোড়া। এ মেয়েদের কষ্ট হয় তবে নিজের জন্যে এত ব্যবস্থা মেয়েরা করতে লজ্জা পায়। এসব নজর জামাই-এর।

শিবু ॥ হাঃ হাঃ হাঃ তা এরা গেল কোথায় ?

আন্না ॥ কাল তবু জামাই-এর ভাই দুটো ছিল—

শিবু ॥ দূর ! না—না ওরা রঞ্জনের শালা আপনাদের কেউ হবে।

আন্না ॥ দূর, না—না। আমাদের কেউ হলে কী—নাঃ।

শিবু ॥ আচ্ছা ছেড়ে দিন বেয়ান (ব্যেন), নেই যখন ওরা কেউ, আমরা খামোকা আপোষে লড়ি কেন ?

আন্না ॥ নাঃ বেয়াই (বেই) আপোষে লড়বো না বটে। কিন্তু যে আপোষ করছি তা যেন না নড়ে। ঘাড় কাৎ করুন।

শিবু ॥ ঘাড় কাৎ করেই আছি বেয়ান (বোন)। এবার একটু সিধে করি। ও রঞ্জন—আছো নাকি ?

আন্না ॥ মিতা—মিতা—ওরে মিতা।

[রঞ্জনের প্রবেশ]

রঞ্জন ॥ ওঃ আপনারা—বসুন—বসুন।

শিবু ॥ অফিস থেকে ফিরে এয়েছো ?

রঞ্জন ॥ আজ আর যাইনি।

শিবু ॥ শরীর ভাল তো ?

আন্না ॥ হ্যাঁ—বাবা—কি হোল তোমার ?

[মিতার প্রবেশ]

মিতা ॥ হয়নি কিছুই—এমনি যায়নি।

আন্না ॥ কিরে মেয়ে চিনতে পারছিস ? নাকি বড়লোক হয়ে আন্নামাসীকে ভুলেই গেছিস ?

রঞ্জন ॥ আজ্ঞে না ভুলবে কেন ? প্রণাম কর।

[মিতা উভয়কে প্রণাম করে]

আন্না ॥ নাঃ, মিতা আমার তেমনটি আছে। কিরে মনে পড়ে আন্নমাসীকে—আগে একবার না দেখলে তোর দিন কাটতেই চাইতো না, মনে পড়ে ?

মিতা ॥ (রঞ্জনকে) তুমি বুঝেছ—কোন আন্নামাসী ?

রঞ্জন ॥ ওই তো বলছিলে তোমার ন-খুড়িমার—

মিতা ॥ হ্যাঁগো, ন-খুড়িমার মাসতুতো বোনের জাটতুতো দিদি। না, আন্নামাসী ?

আন্না॥ ফাজলামী রাখ দিকি, মাসী মাসী! তার আবার কুলজী নিয়ে টানাটানি কিরে ?

শিবু॥ তা বটে বেয়ান। মাসী আর মা—এ হচ্ছে একই। একজন গর্ভে ধরে—আর একজন অন্তরে।

আন্না॥ ওরে আমি তোকে অন্তরে ধরেছি (জড়িয়ে ধরে), একটু বসতে তো বলবি ?

মিতা॥ ছিঃ ছিঃ, দেখুন কি ভুল হয়ে গেছে আসুন ভেতরে আসুন—

[রান্নঘরের দিকে উভয়ের প্রস্থান]

শিবু॥ হ্যাঁ, দেখ বাবা রঞ্জন, তোমার সঙ্গে একটা জরুরী পরামর্শ আছে। ব্যাপারটা হচ্ছে....এটা তোমার ভালোর জন্যেই। জানতো আমার তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে। এই এককালে বসে আর দেখতে চাই না যে নিজেদের লোক কেউ ফকির হয়ে যাচ্ছে, মানে উড়িয়ে পুড়িয়ে নয়-ছয় করছে। বল, নিজের এ বিষয়ে অভিজ্ঞতা থাকতে দর্শক হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তা উপভোগ করা কী উচিত ?

রঞ্জন॥ না, তা উচিত হয় কি ?

শিবু॥ তবে বল, তুমি আমার এত আপনার জন সেই তোমাকে যদি দেখি ঠকে ঠকে পথে বসে গেছ সেটাকি আমার উচিত হবে ?

রঞ্জন॥ আমি পথে ?

শিব॥ বসনি বসবে। কাল যেমন দেখলুম শকুনের পাল পড়েচে, তাতে পথে বসা দূরের কথা তোমার বাঁচা দায় হয়ে যাবে।

রঞ্জন ॥ আজ্ঞে—কেন বলুন তো ?

শিব ॥ বুঝতে পারছো না, ঐ যে-কটা টাকা তুমি বণ্ডে পেয়েছ সব মেরে দেবে, নানা তালে মেয়ে দেবে। খরচা বাড়িয়ে দেবে আয়ে কুলোতে পারবে না। হার্টের দোষ হবে ভেবে ভেবে—শেষে কপর্দকশূন্য হয়ে অফিসের টেবিলে মাথা রেখে থ্রম্বসিস হয়ে ব্যস....

রঞ্জন ॥ এঁ্যা··· !!

শিব ॥ হ্যাঁ, তোমার স্ত্রী, পুত্র, সংসার তখন জলে ভাসচে আর দেনায় ডুবছে। তাই বলি কী বাবা শক্ত হয়ে দাঁড়াও, পায়ের তলায় শক্ত মাটি, ভাল ভিৎ, কংক্রীটের ছাদ ফুগাছা করে শিক (লোহা) বার করে রাখ—দোতলার ব্যবস্থার জন্যে। আর যদি দোতলা করবার আগেই মর ক্ষতি কি ? স্ত্রী পুত্রকে কেউ ঘাড় ধরে পথে বের করে দিতে পারবে না। খাক না-খাক নিজের বাড়াতে থাকবে। মনে করে দেখ ঠাকুর কি বলেছেন, "ওরে পরের ভাতে থাকা বরং চলে কিন্তু পরের ঘরে থাকা ভাল নয়।"

রঞ্জন ॥ এটা ঠিক বলেছেন।

শিব ॥ আহা দেখ, আমি কি তোমায় বেঠিক বলবো—ব্লাড কনেক্শন রয়েছে—তাই তো ব্যাটাদের ৭টা থেকে সময় দিয়ে নিজে ছুটতে ছুটতে সাড়ে চারটেয় এলুম। যাতে তোমায় ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিতে পারি। আর তুমিও ব্যাটারা এলে যাতে সাফ সাফ জবাব দিয়ে দিতে পার।

রঞ্জন ॥ কিন্তু ওরা আগেই এসেছিল, মানে ওদের অনেককে পাকা কথাই প্রায় দিয়ে দিয়েছি—

শিব ॥ টাকা উপুর হস্ত করনি তো ?

রঞ্জন ॥ আজ্ঞে বণ্ডটা আজ ভাঙান হয়নি কাল ভাঙাবো। তাই—

শিব ॥ ব্যস ব্যস ব্যস ব্যস, তবে আর চিন্তার কারণ নেই, আমিতো রইলুম—যা বলবার আমি বলব তোমার কিছু চক্ষু লজ্জাও রইল না। আরে ওরা তো আপনার জন কেউ নয় যে বলতে বাধবে! হ্যাঁ, তবে তোমার শাউড়ী-ঠাকুরণ কি জন্যে এসেছেন, তা আমি বলতে পারব না। আর তাকে যদি কিছু দেব বলে থাকো, সেটি আবার আমি না বলতে পারব না। কুটুম্বসাক্ষেৎ লোক, কি ভাবতে কি ভাববে বৌমাও হয়তো বা রুষ্ট হবেন তাঁর বাপের বাড়ীর লোকদের কিছু বললে।

রঞ্জন ॥ কিন্তু আম্মা ঠাকুরুণ যে কিছু অর্থ-প্রার্থী তাতো নাও হতে পারে—

শিব ॥ না হলে তো ভালই—হলেও খারাপ কিছু নয়। পয়সা হলে লোকে শ্বশুরবাড়ীর দিকে একটু হাত নাড়লে যেটুকু নিন্দে হয় সেটা একদিকে ভালই। টাকার অঙ্কটা মুখে মুখে ফেঁপে ওঠে—তাতে বড়মানষির সুনামটা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। আমি বলি কি ঐদিগেরও তুমি হাজার পাঁচেক রেখে বাকি বিশ হাজার টাকা মাটিতে পুঁতে ফেল—

রঞ্জন ॥ মাটি-তে!

শিব ॥ আরে বাপু হ্যাঁ—মাটি! জমি—ধর এই চার কাঠা—আচ্ছা ও আমি দিয়ে দেবখন—

রঞ্জন ॥ আপনি চার কাঠা জমি দিয়ে দেবেন ?

শিব ॥ দেব তাতে কী হয়েছে? চার কাঠা জমি দিয়ে আমি এমন কিছু ফাঁকর হয়ে যাব না। আচ্ছা নয় দামই দিও। ঐ গোবর-ঝুড়ির মাঠের পাশে যে মজা জলাটা আছে ওটার চার কাঠা যদি নাও—ধর দুশো করে আটবছর আগে আমার কেনা ছিল —আট বছরে ধর দুশো করেই বেড়েছে ধরলুম—হ'ল যোলশ — আর দুশো টাকা লাভই নিলুম। ঐ দু-হাজার কাঠা বাস। চার কাঠায় আট হাজার। আর বারো হাজারে ধর এমন দুটো ঘর। ভাই শালা সব হাটাও। তোমার বেডরুম আর ছেলের রইল একখানা—ঢাকা বারান্দায় রান্নাঘর একটি স্যানিটারী প্রিভি। ফার্স্ট ক্লাস হয়ে গেল। কি বল? টাকাকে টাকাও পোঁতা রইল—আর তোমার সম্পত্তিও রইল। থাকলে থাকো—নইলে মাসে পঞ্চাশ করে ভাড়া বাবদ নিয়ে নাও। কি ভাল বুদ্ধি না ?

রঞ্জন ॥ আজ্ঞে- তবে একবার মমতাকে ডাকি, ও-যে পরশু শ-দুই লোক খাওয়াবার—

শিব ॥ ঐ ছাখ—খাওয়াচ্ছে! ন দেবায়—ন ধর্মায়—আচ্ছা বৌমা বলে ফেলেছেন। হবেখন তাও। আর বাড়ীর জন্যে ভেবনা ও আমিই তৈরী করিয়ে দেবখন। চলদেখি একটু আড়ালে, তোমার সঙ্গে একটু পরামর্শ আছে। বগুের চেহারাটাও একবার দেখেনি—

[শিবনারায়ণ ও রঞ্জন শোবার ঘরে ঢুকে গেল]

[মিতা ও আন্নার প্রবেশ]

মিতা ॥ কই নেইতো দেখছি—বোধহয় ওঘরে গেছে।

আন্না ॥ যা চলে যা—

মিতা ॥ তুমিও এসো না।

আন্না ॥ ওমা জামাই-এর সামনে আমার লজ্জা করবেনা? নিরিবিলি একা একা আছে—যা চলে যা।

মিতা ॥ (দেখে) মাসীমা—ওর খুড়োমশাই রয়েছেন যে—কী যেন লিখছেন কাগজে—

আন্না ॥ ও বেয়াই রয়েছেন? তা থাকুন উনি—কি আছে তাতে। তোর শোবার ঘরে তুই যাচ্ছিস—তোর সোয়ামীর সঙ্গে তুই কথা বলবি—তাতে অন্য কেউ থাকল কি না-থাকল— অত দেখার কী দরকার?

মিতা ॥ বলছি, যে কী ভাববে?

আন্না ॥ দেখ মিতা—ভাববে 'আবার কী? এখন লজ্জাসরমের সময় নয় নানাজনে নানা পরামর্শ দিয়ে—একেবারে নিংড়ে নেবে তোদের! এখন কী আর দরদ দেখানোর লোকের অভাব হবে? তবে জানবি "মার চেয়ে যে দরদী তার নাম ডান"। সেই আমি—"তোর মায়ের সমান মাসী"—বলছি তোর ভালর জন্যই তোর আখের ভেবেই বলছি—

মিতা ॥ আমার পক্ষে অত ইনিয়ে বিনিয়ে বলা সম্ভব হবে না। অমন করে কথা বলিনাতো আমরা—

আন্না ॥ তবে যেমন করে বলিস তেমন করেই বলগে যা—

সোজাসুজি গিয়ে বলনা—যে মাসীর ভাসুরঝির বিয়ে। ভাসুরের অবস্থা বিরাট। তবে ব্যবসায়ী লোকতো নানা কাজের লগ্নীতে হাতের টাকা সব বাজারে আটকে রয়েছে.... উপস্থিত হাজার দশেক টাকা....খুব জানাজানির মধ্যে গোপনে ধার নিচ্ছে। মাসেক বাদে দিয়ে দেবে। টাকায় সুদ-ও—দেবে পুরোনো এক পয়সা করে। তা থাকতে না দেওয়া ভাল দেখায় না। অথচ মাস খানেক বাদে ১৫৬ টাকা ২৫ পয়সা কত সহজে এসে যাচ্ছে। বছর হিসেবে দু-হাজার, এত লাভ তুমি হুট করে পাচ্ছ কোথা থেকে! জামাই না বলতে পারবে? আর যদি দেখিস গাঁই-গুঁই করছে—বলবি আমি কথা দিয়ে দিয়েছি। আমার মান-সম্ভ্রম গেল—। তাতেও যদি কানে না নেয়—বলবি এমন অপমান যদি তুমি কর—আমি কেরাচিনি ঢেলে আগুন দেব।

মিতা ॥ কিন্তু হঠাৎ পরকে টাকা ধার দেওয়ার জন্যে গায়ে কেরসিন-টেরসিন একটু বেশী বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না আন্নামাসী?

আন্না ॥ অমন একটু বাড়াবাড়ি করতে হয়—স্ত্রীধন করতে গেলে সর্বদাই—"মরবো, পুড়বো, ডুববো ঝুলবো" বলতে হয়। নইলে তোমার হাতে আর টাকা হচ্ছে না।

মিতা ॥ কিন্তু ও—তোমাদের জামাই যদি বলে, ধর মাস-খানেক বাদেই, ওই টাকাটা দিয়ে দাও।

আন্না ॥ বলবি তারা দেয়নি—বনেদিঘর তাগাদা দেওয়া যায়!

মিতা ॥ কিন্তু সে যদি বলে আমি আরেকজনকে কথা দিয়েছি—যদি টাকা না দাও আমি গাড়ীর তলে পড়ব—তখন?

আন্না॥ বলবি আন্নামাসী টাকাটা আটকে রেখেছে। আমায় দুষবি—গালমন্দ দিবি—দিনে দশবার করে—আমায় আমকাঠের তলে ঠেলবি—শাপ-শাপান্ত করবি।

মিতা॥ কিন্তু ধর যদি ফটকরে বাক্স-পেঁটরা ভেঙ্গে ফেলে আর যদি তখন টাকাটা দেখতে পায়—আমায় কী রকম মিথ্যেবাদী ভাববে?

আন্না॥ বাক্স-পেঁটরা খুললেই টাকা দেখতে পাবে কিনা অত কাঁচা মেয়ে তোমার আন্নামাসী নয়—বাক্স খুল্লে ঢুঁ-ঢুঁ। টাকা আমি তোমার হাতে অমনি দিয়ে দেব ভেবছ না? ও টাকা থাকবে আমার কাছে। যখন তোমার দরকার—তখনই পাবে। জামাই-এর যখন ধারণা হয়ে যাবে—ও টাকা জলে গেছে। জানবে তখনই ঐ টাকা তুমি পেটকাপড়ে বেঁধে নিয়ে এসে বাক্সতে পুরে ফেলেছো, কী মাথায় ঢুকেছে?

মিতা॥ কিন্তু এসবের কি দরকার?

আন্না॥ দরকার? এই আমার দিকে তাকিয়ে বোঝ। হাতে টাকা ছিল বলে বাপের বাড়ীতে গিয়ে ঝি হইনি, আর শ্বশুরবাড়ীতেও অচ্ছেদ্দাতে নেই, ভাসুর আজও সেজ বৌমা বলতে অজ্ঞেন—একাদশীর কি পারণ করলুম····নিজে দাঁড়িয়ে তত্ত্ব করেন। আর বাপের বাড়ীতে তো ধরণা····এমন কেউ নেই যে না-সমীহ করে, আর এমন ভাজ-ভাইঝি কেউ নেই যে মুখবুঁজে আন্নাঠাকরুণের মুখের খোঁটা না শোনে! এসব শোনে কেন? নিজের কাছে কিছু আছে বলেই তো? নইলে কর্তাও চিতের উঠলো আর তুমিও শিকেয় উঠলে। তবে হ্যাঁ, ওই বেই

যদি আবার ওপর পড়া হয়ে বলে যে "বৌমা অতটা....অতটা তুমি না দিলে বরং অর্ধেক দাও"। তখন যেন আবার দশের জন্যেই জেদ ধরিসনি। বলবি "আপনি বিচক্ষণ লোক দেওয়া উচিত যখন বলেছেন তখন কত দেওয়া উচিত হবে বিবেচনা পরামর্শ করবো বইকি!" কেন বললুম বুঝেছিস? "দেওয়া উচিত" জামাইকে এই কোটে ধরে রাখবি তারপর সেও যদি একেবারে খুড়ো অন্ত প্রাণ হয় দু-আড়াই হাজার কমে যাবি---যা আর সময় নেই—

মিতা॥ যাব কি? ওরা আসছে যে এদিকে!

আন্না॥ তাই নাকি? তবে যাই আমি রান্নাঘরেই গিয়ে বসি।

মিতা॥ আমিও এখন তাই যাই। চা চেয়েছিল—

আন্না॥ ওঃ কি বোকা মেয়ে....চা চেয়েছিল? সেই চা নিয়ে মুখের কাছে ধরে তবে তো কথাটা বলবি? ওঃ কি বোকা মেয়ে! আগে বলতে হয়– চল চল চল একেবারে চা-খাবার নিয়ে এসে সুরু করবি।

[আন্না মিতাকে প্রায় টেনে নিয়ে যায়]

[শান্তি ও গোপালের প্রবেশ]

গোপাল॥ হল? হল? সবই তো হাতিয়ে নিয়ে গেল!

শান্তি॥ গেল কোথায়? এখনও যায় নি—

গোপাল॥ যেতে বাকী কি? পঁচিশ হাজার তো মাসী খুড়োই টেনে নেবে মনে হচ্ছে—

শান্তি॥ তোর তো আগাগোড়াই মনে হচ্ছে, এ নিয়ে গেল ও

নিয়ে গেল করে হাঁপাচ্ছিলি ? যা বলছি এবার তাই কর। যেমন যেমন শিখিয়ে এনেছি তেমন ভাবে সুরু করবি। সব চরিত্র তাদের পার্ট বলে গেছে এবার তোর পার্ট—এই তোর এণ্ট্রান্স মানে প্রবেশ হলো। কী বলবি মনে আছে ?

গোপাল ॥ আছেরে বাবা আছে! ঢুকতেই বলবো—"রঞ্জনদা—পাঁচশ টাকা দিনতো—শো'র দিন বুকিং অফিস থেকে পেয়ে যাবেন। দিন—দেরী করার সময় নেই"। তারপর ওঁর কথা হবে—"পাঁচশ ?:তাছাড়া তোমাকে ?"

শান্তি ॥ তুই বলবি—

গোপাল ॥ আমাকে ? আমাকে চিনতে পারছেন না ? ওই যে কাল এসেছিলাম—কল্যাণদার ভাই শান্তির সঙ্গে—

শান্তি ॥ রঞ্জনদা বলবে- হ্যাঁ—তা—

গোপাল ॥ শান্তি আপনার এখানে আসে নি ?

শান্তি ॥ রঞ্জনদা বলবে—না তো!

গোপাল ॥ ওঃ তবে আর আপনার দোষ কি ? নাঃ ঐ শান্তিটাই ডোবাবে। ওর আপনার কাছে এসে বলার কথা ছিল কিনা—

শান্তি ॥ কী কথা ভাই ?

গোপাল ॥ ঐ টাকার কথা। কল্যাণদা ওকে বলেছিল কি না যে তোরা যদি টাকাটা ফিরিয়ে দেবার গ্যারান্টি দিস তো রঞ্জনের কাছে গিয়ে বলবি—যে কল্যাণদা আমাকে পাঠিয়েছে—পাঁচশ টাকার একটা ব্যবস্থা করে দেবার জন্যে। তাহলেই

রঞ্জন দেবেখন—তবে হ্যাঁ মনে থাকে যেন—টিকিট যেমন যেমন বিক্রী হবে—টাকা শোধ করে দিতে হবে—নইলে আবার আমারই ঘাড়ে দেনাটা ঝুলবে। যাক টাকাটা আমাকে দিতে হবে না—শান্তি এলে ওকেই দেবেন—। কি হলো তো? এবার তো তোর ঢোকা—

শান্তি॥ আহা ঢুকবো যে তার একটা ইয়ে—মানে ধরতাই চাইনা?

গোপাল॥ ওঃ হ্যাঁ—। আচ্ছা বেশ বলছি—"টাকাটা আমায় দিতে হবে না—শান্তি এলে ওকেই দেবেন।—আরে ঐ তো শান্তি আসছে—যাক তা হলে আমি বসি রঞ্জনদা?"

শান্তি॥ (বাইরের দিকে তাকিয়ে একটু ভীত হয়ে) বসার দরকার নেইরে গোপাল। ওঠ-ওঠ—তোর প্রবেশের দরকার নেই—

গোপাল॥ কেন রে?

শান্তি॥ ডুবিয়েছে! একদম ডুবিয়েছে—যে সব চরিত্রের প্রয়োজন নেই—যাদের আসার কোন মানে হয়না তারাও আসছে—

গোপাল॥ কি বলছিস কি?

শান্তি॥ ঐ দেখ ভাল করে তাকিয়ে দেখ—হ্যাঁদারাম—বড়দা আসছে—

গোপাল॥ তাইতোরে—কল্যাণদাই তো! তাহলে ওর সামনে ওর নাম করে কি করে মিথ্যে বলব? পার্ট কি করে বলব?

শান্তি॥ বলার দরকার নেই। আচ্ছা জ্বালালে—অফিস থেকে বরাবর সোজা বাড়ী যায়—আজ এখানে আসার কি দরকার?

কেবল আমাদের ভোগাবার জন্যে—পালা গোপাল পালা। ঘাত সৃষ্টি হয়ে গেছে—এখন আর জমান যাবে না—

গোপাল॥ কিন্তু প্রস্থানের পথ দিয়েই যে আসছে ?

শান্তি॥ এদিকে খুড়ো—ওদিকে মাসী—এদিকে বড়দা। চল এ্যাকসান ড্রামা ; দোর ঘেঁষে দাঁড়াই—বড়দা ভেতরে ঢুকবে—আর আমরাও দৌড়—কাম্ অন চলে আয়।

[দরজা ঘেঁষে—বাইরের দিকে সজাগ দৃষ্টি রেখে দুজনে দাঁড়ায়]

[এদিকে—বিপরীত দিক থেকে—শিব ঢোকে—]

[শান্তি ও গোপালকে দেখে চমকে গিয়ে বলে ফেলে—]

শিব॥ একি ? পাগল দুটো করে কি ?

[শান্তি গোপাল চমকে তাকায়]

শান্তি॥ (ঠোঁটে আঙ্গুল চেপে চুপকরার ইসারা করে) স্-স্-স্-স্

গোপাল॥ (ধমকের সুরে) চুপ (আঙ্গুল দেখিয়ে বসবার ইঙ্গিত করে) ব-সু-ন।

[শিব একটু ঘাবড়ে গিয়ে বসে পড়ে]

শিব॥ ব-স-ছি। (তারপর সঙ্গে সঙ্গে একটা কাগজ তুলে নিয়ে পড়বার ভঙ্গী করে ও তাদের আবার ওদবস্থায় দেখে একটু সাহস সঞ্চয় করে বলে) অমন করে থাকার কারণ কি ?

শান্তি॥ (ধমকের সুরে) চোর—চোর—খেলছি।

শিব॥ সবাই তো চোর। শুধু শুধু আর খেলে দরকার কি ?

গোপাল॥ (ধমকের সুরে) চুপ।

[শিব কাগজটা তুলে পড়বার ভঙ্গী করে মুখটা ঢাকে]

[কল্যাণ হন্ত-দন্ত ভাবে ঘরে ঢোকে—শিবকে দেখে ধীর পায়ে এগিয়ে যায়—পিছন দিয়ে শান্তি ও গোপাল প্রস্থান করে]

শিব ॥ (কল্যাণের পায়ের শব্দ বা উপস্থিতি অনুমান করে) আবার কী মতলব ? (কল্যাণ অবাক হয়ে দেখে) বলি বাক্যি নেই যে · ব্যাপারখানা কি ? কী উদ্দেশ্যে কাছে আসা হোল ?

কল্যাণ ॥ রঞ্জন আছে ?

শিব ॥ (কাগজ সরিয়ে ভালকরে দেখে একটু সাহস এনে ভ্রূকুটি করে বলে) কি প্রয়োজন ?

কল্যাণ ॥ প্রয়োজন একটু আছে।

শিব ॥ কী প্রয়োজন সেটা বলা যায় না ?

কল্যাণ ॥ যায়—তবে যাকে বলার সে আছে কি ?

শিব ॥ নেই।

কল্যাণ ॥ ওর স্ত্রী মিতাদেবী আছেন ?

শিব ॥ নেই।

কল্যাণ ॥ ও আচ্ছা, পরেই আসব।

শিব ॥ ওদের সঙ্গে সম্পর্কটা কী জানতে পারি ?

কল্যাণ ॥ সম্পর্ক ? বিশেষ বন্ধু—

শিব ॥ বিশেষ বন্ধু—উঁ! "সুসময়ে সকলে বন্ধু বটে হয়, অসময় হায় হায় কেহ কারও নয়।" শোন হে—বিশেষ বন্ধু—রঞ্জনের বড় দুর্দিন -কিছু টাকা ওকে এনে দিতে পার? এই—শ পাঁচেক—

কল্যাণ॥ হঠাৎ ওর টাকার দুর্দিন ? কেন -- ? কালই তো লটারী বণ্ডে—

শিব॥ সে খবরটা জান দেখছি ?

কল্যাণ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ—আমি জানব নাতো জানবে কে ?

শিব॥ বটে। এবার পরিচয়টি দাও দেখি

কল্যাণ॥ আমার নাম কল্যাণ—

শিব॥ এবার মতলবটি ফাঁস কর দেখি—

কল্যাণ॥ মতলব ?

শিব॥ ওঃ—আমার কাছে মুখ খুলবে না ? তবে পরিচয়টা দিই ?

কল্যাণ॥ আপনাকে আমি চিনি—আপনি শিবনারায়ণবাবুতো ?

শিব॥ (থতমত) হ্যাঁ, কিন্তু-

কল্যাণ॥ জমি কেনা-বেচার ব্যবসা আপনার—

শিব॥ তা-তা-আপনাকে তো ?

কল্যাণ॥ চেনা উচিত ছিল—একবার আমাদেরই এক কলীগ-এর কাছে বায়না নিয়ে চেপে ছিলেন—পরে ডিক্রী জারী করে—

শিব॥ হাঃ-হাঃ-হাঃ—আরে সে আমার শ্বশুর বাড়ীর সম্পর্কে শালা—তার সঙ্গে একটি রসিকতা করেছিলুম। আর এ হচ্ছে আমার···আমার আপন ভাইপো—এখানে আমি কর্তা। এবার পথ দেখ, বিশেষ বন্ধু-টন্ধু আর ঘেঁষতে দিচ্ছি না।

কল্যাণ॥ বটে! তবে উঠি।

[রঞ্জনের প্রবেশ—হাতে ফর্দ, স্লিপ-চিঠি-কলম]

রঞ্জন॥ জানলেন শিবুকাকা—এদিকে খাওয়াবার সাতশ টাকাটা হচ্ছে কি! আরে কল্যাণবাবু—! আপনি ভগবান

প্রেরিত মশাই, আমি আপনার কথাই চিন্তা করছিলুম যে কার সঙ্গে আলোচনা করা যায়।

কল্যাণ ॥ আমিও সেই ভেবেই এসেছি। তা হ্যাঁ মশাই, আপনি তো অফিসে স্রেফ আজ ডুব দিলেন। তা দিলেন ভাল করলেন—কিন্তু এটা কী করছেন ?

রঞ্জন ॥ কি !

কল্যাণ ॥ টেলিফোনে নাকি ডিপার্টমেন্টের তিরিশ জনকে নিমন্ত্রণ করেছেন—পরশু, আপনার বাড়িতে দু'বেলা পাত পাড়বার জন্যে ? এঁ্যা !!

রঞ্জন ॥ হ্যাঁ। জানেন, গয়া বলছিল—পিকনিক সামাজিক লোকদের নিয়ে, অথচ অফিসের ওদেরওতো দাবী আছে। গিন্নীরও পাড়ার কিছু পরিচিত আছেন—মোট সব নিয়ে দু'শো জন হবে। তাই যদি কালও না যেতে পারি তাই টেলিফোনে সারলুম। আর আপনাকে বলবার জন্যে আমরা কর্তা-গিন্নী আজ রাতেই আপনার বাড়ী যাব ঠিক করেছিলুম।

কল্যাণ ॥ বটে ! যাক ভালই করেছেন—আমায় কিছু টেলিফোন করেননি। আমি অফিসে সবাইকে বলে দিয়েছি—যে সব বাজে। রঞ্জনবাবুর নাম করে কেউ রসিকতা করেছে। কাজেই কেউই যেয়োনা—অবিশ্যি আমি দেখে এসে কাল খবর দেব। কিন্তু—

রঞ্জন ॥ আবার আপনার প্রত্যেককে বলতে হবে।

কল্যাণ ॥ ভাবছি বলবই বা কেন ? আর দুশো লোক হঠাৎ খাবেই বা কেন ? টাকা পেয়েছেন বলে কী—ব্রহ্মাণ্ডের সব

ভূতকে একদিন খাইয়ে ফতুর হতে হবে? যাক আপনার সঙ্গে আমার একটা অফিসের জরুরী কথা আছে। ওদিকে চলুন—

শিব॥ কথাটা প্রকাশ্যেই সারনা বাবাজী--

কল্যাণ॥ কথাটা গোপনীয় এবং অফিসের ফাইল সংক্রান্ত আপনার সামনে সেটা কি বলা উচিত?

রঞ্জন॥ তাহলে ঐ ঘরেই চলুন, আমারও কিছু পরামর্শ করার আছে।

[উভয়ের শোবার ঘরের দিকে প্রস্থান]

[আন্নার প্রবেশ]

আন্না॥ বে-ই। কে অমন চ্যাটাং-চ্যাটাং কথা বলছিল?

শিব॥ আর বলেন কেন ব্যান ঐ কল্যাণ, অফিসের ছোঁড়া একটা। মহা ঘুঘু—মহা পাজী—বোঝেন না লঘুগুরু জ্ঞান করে না—

আন্না॥ তা ভেতরে গিয়ে অত কথাবার্তা কিসের?

শিব॥ তাতো বুঝতে পারছি না। বৌমা কোথায় গেলেন?

আন্না॥ চা-ছাঁকচে।

শিব॥ তা বৌমাকে সামনে করে ও-ঘরে একবার ঢুকে যাননা—দেখুন না গিয়ে ছোঁড়াটা কি বলে?

আন্না॥ বলছি—ও মিতা-মিতা—চা ছাঁকা হোল?

[আন্নার প্রস্থান]

[লিস্ট হাতে কল্যাণ ও রঞ্জন পরপর বেরিয়ে এল]

কল্যাণ ॥ এ সমস্ত কি, করেছেন কী? রেফ্রিজারেটর কী হবে ও দিয়ে? ঠাণ্ডাজল আপনার স্ত্রী খান?

রঞ্জন ॥ না, ওরতো ব্রংকাইটিসের ধাত— আর আমার তো জানেন —ঠাণ্ডা খেলেই দাঁত গলার কী হয় —তাইতো অফিসের ঠাণ্ডা জলই খাই না।

কল্যাণ ॥ তবে কী হবে আপনার ও দিয়ে, বড়লোকী দেখানো? দেখুন যাদের প্রচুর আছে প্রয়োজন ছাড়াও তারা ওসব রাখতে পারে। আপনার প্রচুর নেইও তাছাড়া প্রয়োজনও নেই। কেটে দিন। তারপর গাড়ী, কী দরকার বলুন? একবার কারখানায় যাওয়া একবার বাড়ী আসা খুব আরামে যেতে চান—ট্যাক্সিতে যান। ট্যাক্সি-ড্রাইভার নানা ঝামেলার আপনার দরকার কী? হ্যাঁ বুঝতুম আপনি ডাক্তার—কি ধরুন ব্যবসাদার—কী ধরুন আপনার স্ত্রী মস্ত সোসাল-লীডার—এখানে ওখানে হরদম যেতে আসতে হয়! ঘোড়া রোগ। কেটে দিলাম। এটা কী? গদাগঙ্গার শতবার্ষিকী —এঁদোর— ?

[চা নিয়ে মিতা ও পেছনে আন্নার প্রবেশ]

মিতা ॥ চা।

কল্যাণ ॥ ওরে বাবা তার ব্রাকেটে আবার যুগল ছবি জড়োয়া ইত্যাদি—

মিতা ॥ আপনাদের চা কল্যাণবাবু।

কল্যাণ ॥ (নজর পড়তে) ওঃ, এইযে ম্যাডাম! ধন্যবাদ।

চায়ের তৃষ্ণা পেয়েছে বটে। ভয়েতে আমার গলা শুকিয়ে গেছে। ব্যাপার কী?

[কল্যাণ চায়ে চুমুক দেয়—আন্না সবার অলক্ষ্যে শোবার ঘরের দিকে সরে যায়]

মিতা॥ এঁদোর সার্বজনীন-পুজোয় মলাটে আমার আর ওঁর ছবি ছাপবে। সেটা তুলতে হবে তো—তাই গয়নার কথা—ওদের কিছু বেশী চাঁদা!

কল্যাণ॥ দেখছি একহাজার। কত দেন বৌদি চাঁদা এখানে? ও মশাই কত দেন?

রঞ্জন॥ দিইছি কিনা মনে পড়েনা তবে একবার বোধহয় চার আনা দিয়েছি।

কল্যাণ॥ ঠিক আছে--মায়ের ইচ্ছায় টাকাটা পেয়েছেন—একেবারে বঞ্চিত করবেন না—শতবার্ষিকীতে শত পয়সা ধরে দেবেন এক টাকা। চুকল যুগলছবি কেটে দিলুম দরকার নেই। জড়োয়া গয়নার কিছু দরকার নেই বৌদি। জড়োয়া পরে যাবেন কোথায় আপ'ন? রাজরাজড়ার-বাড়ী হলে কদর হ'ত হয়তো কিন্তু যাবেন বড়জোর আমার বাড়ী। সেখানে হলুদগয়না যা আছে—তাই যথেষ্ট। কাটলুম—। ক্লাসিক সং—হাজার টাকা?

মিতা॥ ওটা জলসার।

কল্যাণ॥ ওঃ, হরিচরণ মাস্টারের—ঠিক আছে--তার জন্যে পাঁচ টাকা করে ছুটো সিজন টিকিট কিনবেন। হয়ে গেল আর

খুচরো খাচরা যা লেখা আছে—সব কেটে দিলুম। ও মাসের হিসেবে যেমন চলেছিল তেমন চলবে। কাজেই সব কেটে দিলুম কেমন ?

[আন্নার প্রবেশ]

আন্না ॥ তুমি যে সবই কেটে দিচ্ছ—একেবারে যেন কেষ্ট-বিষ্টু এলে ?

কল্যাণ ॥ আপনি কে এলেন ঠিক চিনলুম নাতো—

শিবু ॥ উনি বৌমার মাসীমা। তা বেয়ান ঠাকরুণ এ বাবাজী খুব অন্যায় বলেনি—অতিরিক্ত কিছুই করা ভাল নয়। যে দিনকাল বুঝে চলা উচিত, এখন উচিত জমান। দেখা উচিত পয়সা কিসে বাড়ে—কি করে জলে জল বাঁধে--টাকা কী করে বাচ্চা পাড়ে।

মিতা ॥ জান, তাই আমি বলছিলাম · টাকায় একপয়সা করে সুদ দেবে। মানে মাসীমার ভাশুরকে আমি দশহাজার টাকা ধার দেব কথা দিয়ে দিয়েছি। উনি একমাসে টাকাটা ফিরিয়ে দেবেন।

আন্না ॥ হ্যাঁ বাবা—বলা উচিত নয়, ওঁর মতন মানী লোকের হয়ে বিশেষ করে—তবু বলছি আমি জামিন রইলাম।

কল্যাণ ॥ দশহাজার টাকাটা পাচ্ছে কোথায় ?

আন্না ॥ তুমি চুপকর দিকিনি বাপু। নিজেদের লোকের কথার মধ্যে বাইরের লোকের কথা আমি সহ্য করতে পারিনা—কিগো বাবা কথা বল—আপত্তি আছে ?

রঞ্জন ॥ তা-তা-মানে—

শিবু ॥ আপত্তি হয়তো আছে –

কল্যাণ ॥ নিশ্চয় আপত্তি আছে

শিবু ॥ তুমি চুপ। আপত্তি থাকলেও বৌমা যে-কালে কথা দিয়ে দিয়েছেন—সে কথাতো ফেরান যায় না। বনেদী বংশের ইজ্জত বলে কথ আছে। তবে কি ব্যান—টাকার অঙ্কটা একটু কমিয়ে করাই ভাল। কারণ কুটুম-সাক্ষেতের কাছে সুদ যত কম নেওয়া যায় ততই ভাল। মাপ-রেহাই করলে আবার তাদের অসম্মান আর সুদ খাওয়া যখন আমাদের বংশে চল নেই তখন ঐ মাঝামাঝি করাটাই উচিত। শোন বাবা, ঐ বৌমা কথা দিয়ে ফেলেছেন—হাজার পাঁচেক ও বাবদে যাক—আর বাকীটা তুমি পুঁতে ফেল।

আন্না ॥ 'কলো বলনা—তোর কী কথা!

কলাণ ॥ ওঁর আর কথার দরকার নেই। আমি বলি টাকা পোঁতা হবে না। আমি শুনেছি, বিশ হাজার টাকা দিয়ে গোবর ঝুড়ির মাঠে জলার ধারে বাড়ী করা হবে না।

শিবু ॥ কেন? বাড়ী তৈরীটা বাজে হোল?

কল্যাণ ॥ বাড়ীর কী দরকার? এই কোম্পানীর বাড়ী কি কামড়াচ্ছে—যে ছোটোখাটো একটা বাড়ী করে গিয়ে উঠতে হবে।

রঞ্জন ॥ উনি বলছিলেন—না থাকলে ভাড়া বাবদ মাসে টাকা পঞ্চাশ করে—

কল্যাণ॥ বছরে ছ-শ টাকা হচ্ছে। তাছাড়া ট্যাক্স আছে বাড়ী মেরামতি আছে ভাড়া মার খাওয়া আছে। ভাড়াটে না থাকা আছে! বিশ হাজার যদি ব্যাঙ্কেও ফিকস্‌ড ডিপোজিটে রাখেন বছর শেষে হাত ধুয়ে সাতশ টাকা আপনার ঠেকায় কে?

শিবু॥ তার মানে সবই কি আপনার বুদ্ধি মতো চলতে হবে নাকি?

কল্যাণ॥ চলেন, ওঁর ভাল হবে। এই প্রাইজ বণ্ডটাও আমিই জোর করে অফিসের সবাইকে কমপক্ষে একখানি করে কিনিয়েছিলাম বলেই—এই টাকাটাও পেয়েছেন। আরও কেড়ে-কুরে নিয়ে যা পারি বিভিন্ন খাতে আমিই জমা করিয়ে দেই। আর এ টাকাটাও—আমি একটা—

আন্না॥ থামবে তুমি—যাবে এখান থেকে?

কল্যাণ॥ কি হ'ল? বেশ! যাচ্ছি। শুনুন রঞ্জনবাবু, এর থেকে এক পাইও কোথাও খরচ করা চলবে না। কাল অফিসে আসবেন—সব কথা ওখানেই বলব। [প্রস্থান]

আন্না॥ বলাচ্ছি আমি তোমায়। ওরে আমার গুরুঠাকুর রে—এক পাইও খরচা করা চলবে না—। চল দিকিনি মিতা—না, জামাই যাও—নিয়ে এস বণ্ড—যাও বলছি—যাও।

[রঞ্জনের প্রস্থান]

ঐ বণ্ড ভাঙিয়ে পাঁচ-সাত হাজার টাকা ফেলে দিবি বুঝলি মিতা—আর ঐ বেয়াই যা বলছেন—

শিব ॥ একটা মাথা গোঁজবার আশ্রয়—তা আঠারো-বিশ হাজারে হয়ে যাবেখন—

[রঞ্জনের প্রবেশ, পাংশু মুখ]

রঞ্জন ॥ মিতা-মিতা, বণ্ডটা পাচ্ছি না—ঐ আমার এটাচিটার মধ্যে থেকে—

মিতা ॥ কি বলছো ?

রঞ্জন ॥ ওটা হারিয়ে গেছে বোধহয় !

শিব + মিতা + আন্না ॥ সেকি !! কি সর্বনাশ !!

মিতা ॥ কি বলছো কী—হ্যাঁগো—

[মিতা ছুটে বেরিয়ে যায়]

রঞ্জন ॥ ইস-স্, কে যে এমন সর্বনাশ করলো ! (বসে পড়ে)

আন্না ॥ হ্যাঁ বাবা—ওটা আবার কেউ—

শিব ॥ যে কেউ—যে কেউ ওটা নিয়ে গিয়ে দাঁড়াবে আর করকরে নোটে টাকাটা নিয়ে নেবে।

রঞ্জন ॥ আচ্ছা—আপনাকে যখন দেখালুম—

শিব ॥ আমি—কই—কই……

[মিতার প্রবেশ]

মিতা ॥ ওগো দেখছি নাতো কোথাও—তুমি মনে করতে পারছো মাসীমা যখন ভেতরে গিয়েছিলেন—

আন্না ॥ ভেতরে কই গেলাম। আমি তো একটু দোরের আড়ালে দাঁড়িয়ে ছিলাম।

মিতা ॥ তবে তো কেউ-ই দেখেনি। কিন্তু তুমি তো ভাটা, কর্মকার গয়া, গঙ্গা, গদাধর হরি'র হাতে একবার করে দিয়েছিলে—

রঞ্জন ॥ আহা—তুমিও তো লক্ষ্মীর পায়ে ছোঁয়াতে একবার নিলে, একবার দে বাবুর বাড়ী নিয়ে গেলে।

মিতা ॥ উনি যে ওদের সিন্ধুকে ওটা ছোঁয়াতে চাইলেন। চলনা একবার দেখি পেছন দিকের রাস্তায় পড়ে আছে কিনা ?

রঞ্জন ॥ (উঠে) দেখি একবার ঘরটাই ভাল করে দেখি

মিতা ॥ ওগো কী সর্বনাশ হলো। [উভয়ের প্রস্থান]

শিব ॥ বেয়ান--

আন্না ॥ বলুন বেয়াই ?

শিব ॥ সন্ধ্যে হোল। পুজো-অর্চনা তো করবেন আপনি ?

আন্না ॥ তাই ভাবছি। কিন্তু ওদের এই একটা বিপদে—

শিব ॥ তাইতো বলছি। এই বিপদে আবার এখানে বসে থেকে ব্যাপারটা চোখে দেখা আমাদের উচিত নয়। বয়েস হয়েছে বোঝেন তো—এসব খারাপ কিছু দেখলে বুকটা ধর-ধর করে, চলুন বেরিয়ে পড়ি। বাইরের হাওয়ায় ধর-ফরানিটাও কমবে হাঁটতে হাঁটতে বাড়ীতেও পোঁছে যাব।

আন্না ॥ তা মন্দ বলেন নি—এরপর আর গাড়ী করে বাড়ী ফেরার কোন মানে হয় না। শুধু শুধু গাঁটগচ্ছা বইতো নয়।

[উভয়ের প্রস্থান]

[শান্তি ও গোপালের প্রবেশ]

গোপাল ॥ কী রে ? এরপর প্রবেশ করে কোন ফল আছে ? নাটক তো ফেঁসে গেল।

শান্তি॥ সে আর বলতে—বড়দা ঢুকতেই নাটকে একটা ঘাত সৃষ্টি হয়ে গেল। তারপর এই বিষাদ দৃশ্য। কিন্তু গোপাল, এ দৃশ্য না দেখে আমি যাচ্ছিনে।

গোপাল॥ সে কি! সারারাত থাকবি নাকি?

শান্তি॥ নাঃ, এই সিন এই অবধি থাক। কাল সকাল থেকে এসে আবার দেখব।

গোপাল॥ তা হলে এখন?

শান্তি॥ প্রস্থান। দ্বিতীয় অঙ্কের সিন ফেলছে—হাঁদারাম ড্রপ ফেলছে।

[পর্দা পড়ে যায়—বিরতি।]

তৃতীয় অঙ্ক

[পরদিন সকালবেলা—মঞ্চে শান্তি ও গোপাল বসে খবরের কাগজ পড়ছে।]

মিঃ ভাটা ॥ (প্রবেশ করে) ভেতরে আসতে পারি—

শান্তি ॥ আসুন—মিঃ ভাটা—

ভাটা ॥ একি—আপনারা ?

গোপাল ॥ আমরা—আমরাই তো এই নাটকের প্রতি দৃশ্য হয় উদ্বোধন করছি নয় সমাপ্ত ঘোষণা করছি। কিরে শান্তি বলনা কিছু—

শান্তি ॥ হ্যাঁ—কাল রাতেও তো—

ভাটা ॥ ভাল কথা, কাল রাতে মানে সন্ধ্যের পর থেকে বাড়ীতে আলো জ্বলছিলনা, সাড়াশব্দ ছিল না—কেন বলুনতো ?

গোপাল ॥ কালকে তো মশাই সে যা কাণ্ড—হয়েছে কি–

শান্তি ॥ (বাধা দিয়ে) গোপাল !

গোপাল ॥ রঞ্জনবাবুর কাছেই শুনবেন।

ভাটা ॥ মানে একটা কথা শোনা যাচ্ছে—সেটা কি ঠিক ?

শান্তি ॥ কি কথা ?

ভাটা ॥ ওর বণ্ডখানা নাকি হারিয়ে গেছে—মানে, আই মিন চুরি হয়ে গেছে ?

গোপাল ॥ কে বললে ?

ভাটা ॥ শুনলুম, এঁদের একজন খুব নিকট আত্মীয়ের কাছে শুনলুম। শুনলুম, যে এঁদেরই কোন মহিলা আত্মীয়া নাকি —ওটিকে সরিয়েছেন!

গোপাল ॥ বাজে কথা। ঐ পুরুষ আত্মীয়টি সম্ভবত—

শান্তি ॥ সে কি কথা, সে রকম সন্দেহ করলে তো সবাইকেই সন্দেহ করতে হয়। মিঃ ভাটাও তো কাল নেড়ে-চেড়ে বস্তুটা দেখে গেছেন।

ভাটা ॥ কি? না না—সেকি? তাহলে আমি আবার কী আজ আসি? দেখুনদিকি আমি ভাটা হলেও—আদিতে ভট্টাচার্য ব্রাহ্মণ-সন্তান—আমি একটা—চুরির মধ্যে কখনও! না-না—চুরি, ঠকানো, ওসবের মধ্যে আমি নেই।

[কর্মকারের প্রবেশ]

কর্ম ॥ ওসব ঠকানো ব্যবসা আমারও না—দেখে নিন—বাজিয়ে নিন—চড়ে নিন—যাচাই করে নিন—। ও রঞ্জনবাবু—নেই বুঝি—কাল রাতেও সাড়া পাই নি। কোথায় গেলেন ওঁরা?

ভাটা ॥ মিঃ কর্মকার—ওঁরা বোধহয় পুলিসে গেছেন—

কর্ম ॥ ওঃ, টাকাটা নিয়ে আসবেন বলে—গার্ড চাইছেন বুঝি?

ভাটা ॥ আজ্ঞে না—বস্তুটা চুরি গেছে—তাই যারা বস্তুটি হাতে করে নেড়ে-চেড়ে দেখেছেন—তাদের সকলকেই সম্ভবত সন্দেহ করেছেন—এবং পুলিসের কাছে সম্ভবত—

কর্ম ॥ কে বললে?

ভাটা ॥ এরা—

কর্ম ॥ কিন্তু ইয়ে—তা কী করে হয়—হাতে করে একটু দেখলেই কাউকে চোর মনে করা উচিত নয়—এই তো আমার গাড়ীটা কত লোক হাত বুলিয়ে দেখেছে—তারপর ধরুন ওটা যদি চুরি যায়—আমি কি সবাইকে --মানে যারা হাত বুলিয়েছে তাদের সবাইকে সন্দেহ করব ?

গোপাল ॥ কিন্তু যদি হাত সাফাই করে—সন্দেহ করবেন না ?

কর্ম ॥ কিন্তু আমরা তো যাদুকর নয়—আমি মশাই কর্মকার—প্রাকটিক্যালম্যান। বেশতো ধরুক না পুলিস ধরুক না, বলব আমি শুধু ছুঁয়েচি ব্যস, না তাও বলব না। বলব দেখিনি মিথ্যেকথা। মিঃ ভাটা আপনার ঠাণ্ডা মেশিনটা আছে?

ভাটা ॥ কেন ?

কর্ম ॥ গলাটা শুকিয়ে গেছে—একটু ঠাণ্ডা জল পেলে খেতাম

[গদা-গঙ্গার প্রবেশ]

গদা ॥ আমাদেরও দু-গ্লাস জল দেবেন—

গঙ্গা ॥ হ্যাঁ—দৌড়ে পিপাসার্ত বটে—উৎকণ্ঠায়ও বটে—

গদা ॥ আরে হবে না কেন ? হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে ৯৯ টা বছর পার করে একটু নিশ্চিন্তে শতবার্ষিকী করব ঠিক করলাম—আর—

গঙ্গা ॥ ঐ স্ত্রী লোকটি কি যেন নাম ? যাচ্ছেতাই ! বলে আমার ছবি তুলুন পাঁচটা টাকা দেব।

গদা ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ মশাই, আস্পর্ধার কথা। তারপর বলে কী জানেন—রঞ্জনবাবুর খুড়োমশাই নাকি না বলে বগুটি হাতিয়ে নিয়ে গেছে।

গঙ্গা ॥ ঐ, চুরি করেছে বলতে চান আর কি! কিন্তু কাল রাতে তো রঞ্জনবাবুকে পেলাম না—তাই ভোর না হতে হতে এসেছি, খবরটা খাঁটি কিনা জানতে। এসে হাঁপিয়ে গেছি, জল। গদা বলে শিববাবু লোকটি নাকি সুবিধের নয়। অবিশ্যি পরশু তো দেখলাম আমাদের সব শ্রাদ্ধের মন্ত্র-টন্ত্র বলে কি রকম অপমান করলেন।

গদা ॥ তাইতো আমি বলছি, এজগতে কাউকে বিশ্বাস করা যায় না—কাউকে বিশ্বাস নেই—

[হরিচরণ হাসি হাসি মুখে সবার অলক্ষ্যে প্রবেশ করে]

কর্ম ॥ তা বলে যে একবার হাত দিয়ে বস্তুটা ছুঁয়েছে মাত্র তাকে আপনি জেলে দিতে পারেন না।

গঙ্গা ॥ হাত দিয়ে বস্তুটা ছুঁলেই তাকে সন্দেহ করে জেলে দেবে তা ঠিক হয় নাকি?

গদা ॥ কে বলেছে?

কর্ম ॥ ঐ - ঐ ওরা বলেছে (শান্তিকে দেখায়) রঞ্জনবাবু নাকি

[গদা গঙ্গা তক্তাপোষ চেপে বসে পড়ে]

গদা-গঙ্গা ॥ ওঃ—হাঃ—

হরি ॥ শুধু আর্তনাদ! কিন্তু চিন্তা করে দেখুন, ভেবে দেখুন, কখনও কি শুনেছেন কোনো ক্লাসিক—বগুতো কোন ছার, আমি এত বিভিন্ন ঘরানার গান শুনেছি—কিন্তু কখনও সেই সব গান থেকে একটুও চুরি করে নিজের বলে চালাইনি—সেই আমি কিনা একটু ছুঁয়েছি বলে একটা বগু নিজের নামে

ভাঙিয়ে নেব! দেশের ভবিষ্যত চিন্তা করুন, যদি এইটুকুই খবরের কাগজে বেরিয়ে যায় যে একজন ক্লাসিক ভক্ত চোর—তা হলে মার্গ-সঙ্গীতের কি সর্বনাশ হবে চিন্তা করে দেখুন। বেশ চিন্তা করতে না পারেন—একটা ভোট দিন—ক্লাসিক চোর—না মডার্ণ চোর—

শান্তি ॥ হ্যাঁ—তাই ভাল। কে বাইরে?

[গয়ার প্রবেশ]

গয়া ॥ আমি।

ভাটা ॥ ঘরে ঢোকেন না কেন?

কর্ম ॥ দেখছেন আমরা কী অবস্থায় আছি।

গদা ॥ প্রাণান্তকর অবস্থা!

গঙ্গা ॥ সম্মানের শেষ সীমায়—

হরি ॥ এই অবস্থায় চোরের মতন কখনও উঁকি ঝুঁকি মারে?

গয়া ॥ ওভাবে বলবেন না। চোরের মত বলবেন না। আমি—আমি আড়ালে থেকে সব শুনেছি একে সবাইকে সন্দেহ করছে তার ওপর আপনি আমাকে "চোরের মত" বলে বেশী পয়েণ্ট-আউট করছেন। জানেন আমি সামাজিক লোক—একশ দুশো লোক নিয়ে হরদম পিকনিক—যাকে বলে স্যোসাল ফিস্ট—তাই করে থাকি। আমি চোর হলে তা পারতুম না। আমি বাড়ী বাড়ী যাব—রিজার্ভ ট্যাঙ্কের ধারে মিটিং করব—সবাই সমস্বরে বলবে—যে গয়া—

[হঠাৎ থেমে শঙ্কিত হয়ে দরজায় দেখে]

শান্তি ॥ কি হ'ল?

গয়া ॥ একটা লোক এবাড়ীতে ঢুকতে গিয়ে আবার ফিরে গেল। আর ঐ কর্মকারের গাড়ীটার সামনে গিয়ে ভুরু কুঁচকে দেখছে। একটু পুলিস ভাব রয়েছে।

গদা ॥ ইউনিফর্মে আছে না ?

গয়া ॥ প্লেন ড্রেসে। এইরে আবার ঘুরে ঘুরে মিঃ ভাটার স্কুটারটা দেখছে—

হরি ॥ উফ্।

গয়া ॥ সেরেছে সেরেছে গদা-গঙ্গা বাবুর ঘোড়ার-গাড়ীর কোচ-ম্যানকে যেন কি জিজ্ঞাসা করছে—

শান্তি ॥ কই দেখি (উঁকি দিয়ে দেখে) গোপাল চল চল পালা—বাড়ীর ভেতর দিয়েই চল।

গোপাল ॥ ক্যানরে ?

শান্তি ॥ দ্যাখ না।

গোপাল ॥ উরে ভগবান। শেষ দৃশ্যটা আর দেখা হোল না—চল শান্তি—

ভাটা ॥ কে মশাই ? পুলিশ ?

গোপাল ॥ পুলিশের চেয়েও ভয়ানক।

[উভয়ের প্রস্থান অন্দর দিয়ে]

কর্ম ॥ নিশ্চয়ই তবে সি-আই-ডি !

গদা ॥ এসেই বলবে আমি রঞ্জনবাবুর বিশেষ বন্ধু।

গঙ্গা ॥ আপ্যায়িত করবে—তারপর ভুলিয়ে ঠাণ্ডা গারদে নিয়ে গিয়ে প্রহার।

গয়া ॥ ওরে—রে—এসে গেল (বসে পড়ে) !

[কল্যাণের প্রবেশ]

কল্যাণ ॥ একি! আপনারা সব চুপচাপ বসে—রঞ্জন কোথায়?

ভাটা ॥ জানিনা স্যার, কিন্তু আপনি?

কল্যাণ ॥ আমি রঞ্জনবাবুর বন্ধু—

[সবারই চাপা আর্তনাদ—'উফ্'শোনা যায় আর চোখে চোখে ইসারা খেলে যায়]

কল্যাণ ॥ কি হোল?

ভাটা ॥ নাঃ, আর ও কিছু নয়—

কল্যাণ ॥ আপনার পরিচয়টা জানতে পারি কি?

ভাটা ॥ আমি মিঃ ভাটা।

কল্যাণ ॥ ওঃ, সেই রেফরিজারেটার কোম্পানীর? আপনারই তো বোধহয় আজ মাল ডেলিভারী দেবার কথা? না?

ভাটা ॥ হ্যাঁ, তা না ইয়ে মানে। ওই মেসিনটা কিছু খারাপ বেরিয়েছে তাই বলতে এসেছিলুম, যে কোম্পানী এই অবস্থায় কোন রকম জিনিস বাজারে দেবেন না। আপনি তো রঞ্জনবাবুর বিশেষ বন্ধু। দয়াকরে ওকে বলে দেবেন—আবার কখনো যদি কোম্পানী ভাল মাল বাজারে ছাড়ে আমি নিশ্চয় আসব। এখন কয়েক দিন আমাদের ছুটি দিয়েছে—তাই আর আসতে পারব না, বলে দেবেন। এ্যাঁ? যাব?

কল্যাণ ॥ কোথায়?

ভাটা ॥ মানে আপনার অনুমতি পেলে এখান থেকে যেতে চাই—

কল্যাণ॥ বেশ যান বলে দেব। [ভাটার দ্রুত প্রস্থান]

কর্ম॥ তাহলে আমিও যাই? ওই বলবেন, কর্মকার বলে গেছে গাড়ীর মানে কিছু পার্টস খারাপ রয়েছে—সেগুলো না পাল্টে ওগাড়ী বেচা যাবে না। তাই—তাই—তাই—

কল্যাণ॥ কী বলছেন?

কর্ম॥ গাড়ীতো দেখলেন? কাজেই ওই বলবেন যে ভাল গাড়ী পেলে কর্মকার এসে দেখা করবে—তাহলে যাই?

কল্যাণ॥ আসুন। [কর্মকারের প্রস্থান]

গদা॥ (সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়ে) কর্মকারবাবু, এই কাগজটা বোধহয় আপনার—(বলে চলে যেতে যাচ্ছিল)

কল্যাণ॥ দেখি দেখি কাগজটা। (গদার কাছে কাগজটা নিয়ে) এতো এঁদোর শতবার্ষিকীর বিজ্ঞাপন, ওটা কর্মকারের কেন হবে?

হার॥ আজ্ঞে না, ওটা ওদেরই ·হ—হ—হত বার্ষিকীর।

কল্যাণ॥ (হেসে) হাঃ—হাঃ—হাঃ—হাঃ --

গঙ্গা॥ হাসবেন না স্যার, ঐ শতবার্ষিকী করতে গিয়ে এবারে সত্যি হত না হই। কি জানেন স্যার, মার নামে দিব্যি করে বলতে পারি—কোনও ব্যাড মোটিভ আমাদের নেই।

কল্যাণ॥ না - না মায়ের পূজো তো ভাল মোটিভ।

গদা॥ তাহলে বলুন স্যার। আমরা কী কখনো—তবে পূজোই বা করি কেন? এ গঙ্গার একটু নাম আর আমার একটু নামটা ছাপার হরফে বেরোয়—তাই। তবে কি—তবে কি জানেন স্যার— এই তবে কি—

কল্যাণ ॥ তবে কী ?

গঙ্গা ॥ বলছে তবে কী আমরা যাব ?

কল্যাণ ॥ যান না। [উভয়ের প্রস্থান]

হরি ॥ ওরা যদি যেতে পারে আপনি নিশ্চয়ই আমাকে আটকাবেন না । কেন না আমি হচ্ছি মা-মা-মা—

গয়া ॥ মার্গ সঙ্গীত মানে ক্লাসিক।

কল্যাণ ॥ ওঃ, ক্লাসিকগানের হরিচরণবাবু, তা ধরুন আমার কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে ক্লাসিক গানের ওপর বিশেষ কোন আসক্তি নেই।

হরি ॥ এতো খুব ভাল কথা স্যার, আপনি মডার্নদের ধ-ধ-ধরুন। আর এই বৃদ্ধ ক্লাসিককে বিদায় দিন। যাই—যাই—যাই স্যার-যা-যা-যা—

কল্যাণ ॥ যান। [হরির প্রস্থান]

গয়া ॥ তবে তো আমিও যেতে পারি ?

কল্যাণ ॥ আপনি ?

গয়া ॥ গয়াপ্রসন্ন—ঐ পিকনিক সামাজিকে ভোজনে আর কি ?

[দরজার দিকে গট গট করে চলতে যেতেই]

কল্যাণ ॥ দাঁড়ান—দাঁড়ান—আপনি দাঁড়ান।

গয়া ॥ (ভীত ভাবে) একি স্যার, সবাই চলে গেল আর আপনি, আপনি শেষ পর্যন্ত আমাকে ? না-না--বিশ্বাস করুন আমি কখনও—ছিঃ ছিঃ ছিঃ—

কল্যাণ ॥ হল কি ? অমন করছেন কেন ?

গয়া ॥ অমন করবনা মানে ? আপনি ভেবেছেন কি ? আপনি কী ভেবেছেন ? আপনি বৌদিকে ডাকুন না, বৌদি—বৌদি !

কল্যাণ ॥ আঃ, আস্তে আস্তে ভীড় জমিয়ে ফেলবেন দেখছি—

গয়া ॥ আমি দোরে দোরে ঘুরে সবাইকে জড় করে…

কল্যাণ ॥ আস্তে। আপনার সঙ্গে দরকার আছে। যে সমস্ত লোককে আপনি নেমন্তন্ন করেছেন তারা সবাই এখানে আসবে, কাজেই আপনার সঙ্গে দরকার আছে।

গয়া ॥ না না, কিচ্ছু দরকার নেই। কোন লোক আসবে না এখানে, আমি প্রত্যেকের বাড়ী গিয়ে এক্ষুনি বলে দেব কেউ যেন না আসে—আমার মত বিপদে পড়তে কেউ যেন না আসে। [বলতে বলতে প্রস্থান]

কল্যাণ ॥ এই মশাই চেঁচাবেন না। আরে বাপ রে বাপ দৌড়চ্ছে কি ? উফ্। রঞ্জনবাবু—মিতাদেবী—বৌদি। একি সাড়া নেই কেন ? ও মশাই—

[রঞ্জনের উস্কু-খুস্কো চেহারায় প্রবেশ]

কল্যাণ ॥ একি ! এমন ভাবে কি ব্যাপার ?

রঞ্জন ॥ আমি মশাই পালিয়েছিলুম, দরজাটা বন্ধ করে দিন, যদি ওরা আবার আসে।

কল্যাণ ॥ আসবেনা আসবেনা, আপনি বলুন দিকি—কি হয়েছে ?

রঞ্জন ॥ লজ্জা-লজ্জা—। বোঝেন তো ওদের সব কথা দিয়েছিলুম যে—

কল্যাণ ॥ বুঝেছি। তা পালাবার তো কোন দরকার নেই।

"বলেছিলুম বটে, পরে ভেবে দেখলুম দরকার নেই" বললেই তো ব্যাপারটা মিটে যেত।

রঞ্জন ॥ সেতো ওদের সঙ্গে মিটতো।

কল্যাণ ॥ ব্যস্‌, তবে আর কী আছে? হ্যাঁ, আর থাকছে মাসী-খুড়ো।

রঞ্জন ॥ তারা আর এ মুখো হচ্ছে না।

কল্যাণ ॥ তবে তো ঝমেলা মিটে গেছে। তা হলে বলি, দেখুন এ টাকাটা নয় আপনি ফালতুই পেয়েছেন, তাই বলে কি নষ্ট করবেন! টাকার সদব্যবহার তো করা চাই। আমি মশাই এটুকুনই বুঝি, খুব প্রয়োজনীয় যা তাতে খরচা করতেই হয়। এবং সেদিকে করতেও আয়ে কুলোয় না। তবু তার থেকে যতটুকু—যত সামান্য আপনি বাঁচতে পারেন তাই শেয়ারে হোক জীবন বীমা হোক লগ্নী করে ফেলা উচিত। তাতে ভবিষ্যতে নিজেরই ক্রয়ক্ষমতা বাড়ে। ঠিক কিনা?

রঞ্জন ॥ হ্যাঁ, আপনি তো বরাবর ঐ কথা বলেন। আর আপনিই তো অফিসে সবাইকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে লগ্নী করার বুদ্ধি দেন।

কল্যাণ ॥ কেন জানেন? আমি গরীব লোকের ছেলে, বাপের কাছে কোন পুঁজি পাই নি। বড় কলকারখানা করা বা বড় জমিদারী করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু আমাদের কারখানায় একটা শেয়ার তো আমি কিনতে পারি। তখন আমি সত্যিকারের ভাবতে পারি—ওতে আমার অংশ আছে, সামান্য হলেও আমার লগ্নী আছে ওর পেছনে। অথচ টাকাটা

নয়ছয় হচ্ছেনা থাকছে, বাড়ছে, ভবিষ্যতে আমার খরচ করার ক্ষমতা দ্বিগুণ হচ্ছে—বুদ্ধি খাটালে বহুগুণও হতে পারে।

রঞ্জন ॥ সেতো এখন বুঝছি—কিন্তু আসলে কী হয়েছে জানেন? সর্বনাশ হয়েছে!

কল্যাণ ॥ কী হয়েছে!

রঞ্জন ॥ যা হবার তা তো হয়েছে—এরপর আর মানসম্ভ্রম বলতে কিছু থাকবে না।

[মিতার প্রবেশ]

কী গো? কিছু ব্যবস্থা করতে পারলে?

মিতা ॥ (হতাশ ভাবে সোফায় বসে পড়ে) না। টাকা পাওয়া আর টাকা যাওয়ার খবর বোধহয় বাতাসে ছোটে। দে গিন্নী, দত্তবাবুর স্ত্রী, আরও কার নাম বলব? সবারই মুখে এক বুলি—কোথায় টাকা পাব? মানে থাকতেও দেবে না!

রঞ্জন ॥ নাও থাকতে পারে।

মিতা ॥ তাও যে হতে না পারে তা নয়—তবে উপরি বলে কি জান? যে সকলেরই নাকি কাল অন্য কোথাও যাওয়ার কথা আছে। মানে আসবে না কেউই—প্রকারান্তরে বুঝিয়ে দিল। সারাটা সকাল এ-বাড়ী ও-বাড়ী করে আমি পঞ্চাশটা টাকা যোগাড় করতে পারলাম না।

কল্যাণ ॥ কিন্তু টাকার এমন কী দরকার পড়ল? যে পাড়ায় হাত পাততে হল?

মিতা ॥ কাল ওদের খাওয়াব বলেছিলাম কিনা? সেতো প্রায়

সাতশো মত টাকা—তবে আমার নিমন্ত্রিতরা সবাই কেটে গেছে—কেউই এমুখো হবে না বলে দিয়েছে—এখন গয়ার লোক আর তোমার অফিস।

রঞ্জন ॥ অফিসে তো কল্যাণবাবু কালই বারণ করে দিয়েছে—

মিতা ॥ তাই নাকি?

কল্যাণ ॥ আর গয়ার লোকদের বারণ করতে গয়া আজ ছুটেছে—যে জোর ছুটেছে—এতক্ষণে তার বারণ করা শেষ হয়ে গেছে বোধহয়।

মিতা ॥ যাক ভাল। খুব খেলা দেখালে ঠাকুর—এক দিন-কা স্থলতানের স্বপ্ন দেখিয়ে—লোক—হাসিয়ে—ছিঃ-ছিঃ-ছিঃ।

[মিতার চোখে জল আসে—উঠে পড়তে যায়]

কল্যাণ ॥ ওকি বৌদি—বস্থন—বস্থন—বস্থন। কি হল ব্যাপারটা তো আমি বুঝছি না—যা জিজ্ঞাসা করলাম তার উত্তরওতো পেলাম না। এসে থেকে হা-হুতাশই শুনে যাচ্ছি।

মিতা ॥ আপনি জানেন না?

কল্যাণ ॥ না।

মিতা ॥ কাল ঐ লটারীর বণ্ডটা চুরি হয়ে গেছে, শোনেন নি? প্রাইজ তো দূরের কথা—আমার আসল একশো টাকাও গেল।

কল্যাণ ॥ কোন বণ্ডটা চুরি গেছে?

মিতা ॥ যেটাতে ফার্স্ট প্রাইজ উঠেছিল। তাইতো নিমন্ত্রিতদের জন্যে মুখ রক্ষা করতে ছুটেছিলুম পাড়ায় ধার করতে—তা নেমন্তন্নতো ভণ্ডুল হল, তা—যাক গে। কিন্তু মানুষদের

চিনলাম। পঞ্চাশ টাকা কেউ একজনও ধার দিতে চাইল না—এ বলে ছটাকা আছে ও বলে দশটাকা পারি—

কল্যাণ॥ তা সত্যি। তবে বৌদি, আমাদের মত মানুষদের ঐ চেহারা—কারও কাছেই মাস শেষে প্রায় কিছুই থাকে না—আপনার কাছে চাইলেই আপনি হুট করে পঞ্চাশ টাকা দিতে পারেন? আর তা পারেন না বলেই পাড়ায় ধার করতে দৌড়েছিলেন—অভাব আমাদের বেশী বলেই—আমাদের হিসেবী হওয়া বেশী দরকার—যাক জ্ঞানের কথা হয়ে যাচ্ছে কিন্তু বণ্ডটা হারিয়েছে বা চুরি হয়েছ—এতটা নিশ্চিন্ত আপনারা হলেন কী করে?

রঞ্জন॥ আরে মশাই এটাচি কেসের মধ্যে যেখানে বণ্ডটা ছিল সেখানে সেটা নেই—আপনি ঘরে যাওয়ার আগে শিবু-খুড়োকে দেখালাম ওটা—

কল্যাণ॥ আমাকেও দেখালেন - কনফার্ম করলেন

রঞ্জন॥ তারপর ওটা সেখানে রেখে দিলুম—অথচ—অথচ আম্নাঠাকরুণ ঘর থেকে আসার কিছুক্ষণ পরে গিয়েই দেখি সেটা নেই—

মিতা॥ ঐ আমার মার চেয়ে দরদী মাসীটিই বোধহয়—

কল্যাণ॥ না। এটাচিটা ভালকরে আপনাদের দুজনের কেউই দেখেন নি। কেননা ভালকরে দেখলে দেখতেন ঐ এটাচি কেসের মধ্যে যেখানে বণ্ডটি ছিল (কার্ড দেখাইয়া) এমন একটি সাদা কার্ড রয়েছে. তাতে লেখা আছে—"আমি বণ্ডটি নিয়ে চললাম—ইতি শ্রী কল্যাণ—"

মিতা॥ আপনি!

রঞ্জন॥ কল্যাণবাবু!

কল্যাণ॥ হ্যাঁ, আমিই নিয়ে গিয়েছিলাম। মার চেয়ে দরদী এই আমি, কেননা আমি চাই না—একদিনের সুলতান সেজে

আপনারা আবার কতুর হন। এই নিন। (মিতার হাতে বগুটি দিল)

মিতা ॥ কল্যাণবাবু, এবার আমার সত্যি কান্না আসছে।

কল্যাণ ॥ না-না, আপনি হাসুন, আমি অফিস যাই—

[শান্তি ও গোপালের প্রবেশ। শান্তির হাতে ট্রেতে চা]

শান্তি ॥ বড়দা, চা-টা খেয়ে যাও।

কল্যাণ ॥ তোরা এখানে কি করছিলি ?

গোপাল ॥ ঐ এদের চা খাওয়া হয়নিতো, তাই আমি আর শান্তি চা তৈরী করছিলুম বৌদি- -

[মিতা অবাক হয়ে দেখে]

কল্যাণ ॥ চেনেন ? ঐ আমার ভাই শান্তি আর ওর বন্ধু গোপাল।

মিতা ॥ বড় লজ্জা দিলে ভাই !

শান্তি ॥ না না, আমরা তো গোড়া থেকেই ব্যাপারটা দেখছি কিনা।

কল্যাণ ॥ তাই বুঝি স্টাণ্ট দিলি ? নাটক করে কি-না—

মিতা ॥ কি করে ?

গোপাল ॥ নাটক করি। আর সেই জন্যে সুরু থেকে ছিলাম। যদি টিকিট কেনেন—নাটক দেখেন—কিছু টিকিট পুস করে দেন।

রঞ্জন ॥ বেশ তো দিও টিকিট নেব—

মিতা ॥ আমায় দিও ভাই—আমি পুস করে দেব।

শান্তি ॥ ও., বাঁচালেন !

কল্যাণ ॥ আর কিছু ?

শান্তি ॥ নাঃ, এই শেষ— এখানেই শেষ—গোপাল ড্রপ-ফেলছে—

যবনিকা